মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জুন-২০২৩ ঈসায়ী
জিলক্বদ-জিলহজ্জ ১৪৪৪ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০ বাংলা

মসজিদ নামিরাহ, সৌদি আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

জুন	২০২৩ ঈসায়ী
জিলক্বদ-জিলহজ্জ	১৪৪৪ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترپشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
❖ কা'বা গৃহ নির্মাণ ও হজ্জের ঘোষণা.....০৩
শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
দারসুল হাদীস
❖ হজ্জের বিধান ও তার ফযীলত.....০৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
সম্পাদকীয়
❖ কা'বার পথে, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ০৯
প্রবন্ধ :
❖ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ এর হুকুম.....১০
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
❖ হজ্জের গুরুত্ব, ফযীলত, আমল ও শিক্ষা : ১৩
শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
❖ সোশ্যাল মিডিয়া : তারুণ্যের বহুমাত্রিক অবক্ষয়ের গতি-প্রকৃতি...২০
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা ২৪
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ সুন্নীদের গুরু আহমাদ রেজা খানের ইতিহাস.....২৭
সাইদুর রহমান
শুব্বান পাতা
❖ ইসলামে শিশু প্রতিপালনে প্রায়োগিক কয়েকটি ক্ষেত্র.....৩১
তাওহীদ বিন হেলাল
❖ সুদ.....৩৪
সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
❖ আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন..৩৭
শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
❖ কেউ রাখে না খবর.....৪১
সিয়াম হোসেন
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৪

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

কা'বা গৃহ নির্মাণ ও হজ্জের ঘোষণা

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী*

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ () وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾

অনুবাদ : আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (কা'বা গৃহের) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সাজদাহ ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য। আর মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং ক্ষীণকায় উটে চড়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।[1]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : আল্লাহর বাণী- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অত্র আয়াতে মুশরিকদেরকে সতর্ক করে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রথম দিন থেকেই এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাওহীদের ওপর, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘরে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। এ আয়াত দ্বারা আরো জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)- কে এ ঘর নির্মাণের স্থান দেখিয়ে দিয়ে তার নিকট এর দায়িত্ব সমর্পণ করলেন এবং তা নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনেকে বলেছেন, কা'বা ঘর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, আদম (আলাইহিস সালাম)-কে পৃথিবীতে নিয়ে আসার পূর্বে অথবা আনার সাথে সাথে এর নির্মাণ কাজ হয়েছিল। আদম (আলাইহিস সালাম) ও তৎপরবর্তী নবীগণ কা'বা ঘরের তওয়াফ করতেন। তবে এসব বর্ণনা তেমন শক্তিশালী নয়। সহীহ বর্ণনানুসারে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-ই সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও বলেন, এ আয়াত থেকে অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-ই প্রথম আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস, যা আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ «الْمَسْجِدُ الأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ»

অর্থ : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরির) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে।[2]

আল্লাহর বাণী : أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا - আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে এ ঘরের কাছেই পুনর্বাসিত করার পর নির্দেশ করা হয় যে, (যা ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ) আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আমার জন্যই এ ঘরটি নির্মাণ করবে এবং এ ঘরে কেবলমাত্র আমারই ইবাদত করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন : وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ -এরপরে আদেশ ছিল যে, আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে। পবিত্র রাখার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকে পবিত্র রাখা। অনুরূপভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন :

---

* সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা

[1] সূরা হজ্জ আয়াত : ২৬-২৭

[2] সহীহ বুখারী হা : ৩৩৬৬, সহীহ মুসলিম হা : ৫২০

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

অর্থ, আর স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রূকু-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।[৩]

ইবরাহীম ﷺ-কে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হল অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা। কারণ, ইবরাহীম ﷺ নিজে শির্ক ও কুফরীমুক্ত ছিলেন এবং আল্লাহর ঘরকেও ময়লা-আবর্জনামুক্ত তথা পবিত্র রাখতেন। এতদসত্ত্বেও তাকে এ কাজ করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে এ ব্যাপারে অন্যদের কতটুকু সতর্ক এবং যত্নবান হওয়া উচিৎ তা সহজেই বোধগম্য। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ﷺ–কে এ নির্দেশের সাথে কাদের জন্য এ ঘর পবিত্র রাখবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন : لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ-তওয়াফকারী ও সালাতে দণ্ডায়মান, রুকুকারী ও সাজদাকারীদের জন্য। বিশেষ করে তওয়াফ আর কোথাও করার কোনো বৈধতা নেই। আর সালাত এ ঘর ব্যাতীত অন্য কোনো ঘরের দিকে মুখ করে পড়া জায়েয নেই।

আল্লাহর বাণী : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবরাহীম ﷺ-এর প্রতি নির্দেশ করে বলেন যে, তুমি লোক সকলের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ্জ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয।[৪]

আর এটা ফরয হওয়ার ওপর মুসলিমদের ইজমাও রয়েছে।

ইবনু আবি হাতেম ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন ইবরাহীম ﷺ-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট আরয করে বলেন :

﴿يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُبْلِغُ النَّاسَ وَصَوْتِي لَا يَنْفُذُهُمْ؟ فَقِيلَ: نَادِ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ﴾

এখানে তো জনমানবহীন প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কীভাবে পৌঁছবে? জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম ﷺ মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তাআলা তা উঁচু করে দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন : "লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তা গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের ওপর এই গৃহের হজ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।" এই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম ﷺ-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তাআলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের প্রত্যেকের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে। অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন : ইবরাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি।[৫]

আল্লাহর বাণী: يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ লোকেরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সকল প্রকারের ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে।

[৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১২৫*

[৪] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭*

[৫] *তাবারীঃ ১৪/১৪৪, হাকীম মুস্তাদরাকঃ ২/৩৮৮*

অতঃপর আল্লাহ বলেন : يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ অর্থাৎ তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। মুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ, মুকাতিল, ইবনু হিব্বান ও সাওরীসহ আরো অনেকে আয়াতে বর্ণিত عَمِيقٍ শব্দের অর্থ করেছেন দূরত্ব। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রার্থনাও ছিল এমনি। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন :

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ -অর্থাৎ (হে আমাদের রব) কিছু মানুষের হৃদয় তাদের দিকে অনুরাগী করে দিন।[৬] আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আ সত্যিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন ভাবে কবুল করেছেন যে, বাস্তবে যার প্রতিফলন প্রতিনিয়ত ঘটেই চলছে। সারা পৃথিবীতে এমন কোনো মুসলিম নেই যার অন্তর কা'বা গৃহের প্রতি আকৃষ্ট নয়। বিশেষ করে যারা যত বেশি সেখানে গিয়েছে তাদের মন যেন আরো বেশি কা'বামুখি হচ্ছে। তাইতো সারা পৃথিবীর সকল শহর, বন্দর, নগর এবং গ্রাম-গঞ্জ থেকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে সেই পবিত্র কা'বা পানে।

দারসে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন : لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ - লোকেরা দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে কা'বাগৃহে আসবে, এটা তাদের কল্যাণের জন্যই। আর এ কল্যাণ হল দু'ধরনের।

প্রথমত : দীনী কল্যাণ, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

যে ব্যক্তি এ ঘরের (বাইতুল্লাহর) হজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় জড়িত হল না এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করল না, সে মায়ের পেট হতে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় (হজ্জ হতে) প্রত্যাবর্তন করল।[৭]

অনুরূপভাবে কা'বায়, আরাফায়, মুযদালিফায় এবং মীনায় অবস্থান করে দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করা যায়। কেননা এসবই হচ্ছে দু'আ কবুলের স্থান।

দ্বিতীয়ত : হজ্জের মধ্যে পর্থিব কল্যাণও নিহিত রয়েছে। এ হজ্জের বরকতেই আরবের সকল প্রকারের সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তহীনতা অন্তত চার মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেত এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেত, যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারত এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দীনী কল্যাণের সাথে সাথে এই পার্থিক কল্যাণ অনেক গুণে বেড়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন তা সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্যও রহমত।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য পার্থিব উপকার রয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا আর যে তাতে (বায়তুল্লায়) প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।[৮] এ নিরাপদ মূলত সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। জাহেলি যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত ছিল না। হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকেও কিছু বলত না।

প্রিয় পাঠকবর্গ! হজ্জ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কিছু ইবাদত আছে যা শুধু শারীরিকভাবে পালিত হয়। আবার এমন কিছু ইবাদত আছে যা শুধুমাত্র আর্থিকভাবে আদায় করা হয়। কিন্তু হজ্জ শারীরিক এবং আর্থিক এ দু'টোর সমন্বয়ে হয়ে থাকে। আর এর মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় কল্যাণই নিহিত হয়েছে। সুতরাং এর ফযীলত সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হজ্জে মাবরুর-এর প্রতিদান কেবলমাত্র জান্নাত। আসুন যাদের হজ্জ করার মত সামর্থ্য রয়েছে তারা যেন এ কাজটি দ্রুত সম্পাদন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন। ❑❑

[৬] *সূরা ইবরাহীম আয়াত : ৩৭*
[৭] *সহীহ বুখারী হা : ১৪৪৯, সহীহ মুসলিম হা : ১৩৫০*
[৮] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

হজ্জের বিধান ও তার ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

হাদীসের অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত। নাবী ﷺ বললেন : শুবরুমা লোকটি কে? লোকটি বললো : সে আমার ভাই, অথবা তিনি বললেন : তিনি আমার নিকটাত্মীয়। নাবী ﷺ বললেন : তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? লোকটি বললো : না, (হজ্জ করিনি)। নাবী ﷺ বললেন : আগে তোমার নিজের হজ্জ কর এরপর তুমি শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে।[৯]

রাবী পরিচিতি : নাম : আব্দুল্লাহ, উপনাম : আবুল আব্বাস। পিতার নাম : আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, মাতার নাম : লুবাবাহ্ বিনতুল হারিস। তিনি রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী।

জন্ম : তিনি রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে শিয়াবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাঁকে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি শিশু আব্দুল্লাহ্‌র মুখে একটু থুথু দিয়ে তাহনীক করেন এবং اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ 'হে আল্লাহ তুমি তাকে দীনের জ্ঞান দান কর এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দাও' বলে দু'আ করেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর।

ইসলাম গ্রহণ : তাঁর মাতা লুবাবাহ বিনতুল হারিস রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বিধায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-কে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

গুনাবলী : তিনি ছিলেন উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে খলীফা উমর ও উসমান ﷺ পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে উমর ﷺ বলতেন : তিনি বয়সে নবীন আর জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি ছিলেন রঈসুল মুফাসসিরীন। তাঁর লিখিত তফসীর গন্থ 'তাফসীরে ইবনে আব্বাস' জগদ্বিখ্যাত তাফসীর।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : আলী ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। ৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সঙ্ঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

হাদীসের বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয় (৬) জন সাহাবীর অন্যতম হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম ইমামদ্বয় যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষ দিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়া তাঁর সালাতে জানাযায় ইমামতি করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ শুবরুমার পক্ষ থেকে হে আল্লাহ আমি তোমার দরবারে হাজির। হাদীসের এ অংশ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রয়োজনবোধে একজনের পক্ষ থেকে অন্য কোনো মানুষ হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করা বৈধ।

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ আগে নিজের হজ্জ সম্পাদন কর অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে।

হজ্জের সজ্ঞা : حُجَّ এর শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক বেশ কিছু ইবাদতের কার্যাবলী সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করাকে হজ্জ বলে।

❖ মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯] আবূ দাউদ হা : ১৮১১ হাদীসটি সহীহ

হজ্জের হুকুম : হজ্জ সম্পাদন করা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

যেসব মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের ওপর আবশ্যক হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্জ করা। আর কেউ যদি তা অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।[১০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وحَجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. রামাযান মাসের সিয়াম পালন করা। ৫. কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ সম্পাদন করা।[১১]

হজ্জের ফযীলত : হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মধ্যখানের গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১২]

নাবী ﷺ আরো বলেছেন :

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পাদন করবে এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে সে ব্যক্তি ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।[১৩]

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী :

১. মুসলিম হওয়া : কাফের ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয নয় এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ বিশুদ্ধও হবে না। কেননা যে কোনো ইবদত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া : পাগল ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয নয় এবং পাগল ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা শরীয়াতের কোনো বিধান পালন করার জন্য জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত।

৩. বালেগ হওয়া : শিশুর ওপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা সে শরীয়তের বিধান পালনের যোগ্য নয় এবং বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ.

তিন প্রকার লোকের ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে- (১) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়। (২) না বালেগ শিশু যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (৩) নির্বোধ পাগল যতক্ষন না সুস্থ্য হয়। [১৪] তবে না বালেগ শিশু যদি হজ্জ সম্পাদন করে তাহলে তার হজ্জ বিশুদ্ধ বলে গন্য হবে। কিন্তু তার এ হজ্জ ফরয হজ্জ হিসেবে যথেষ্ট হবে না বরং বালেগ হওয়ার পর তার মধ্যে যদি হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় তাহলে তাকে পুনরায় হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। এতে বিদ্ধানগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন :

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى"

[১০] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭*
[১১] *সহীহ বুখারী হা : ৮, সহীহ মুসলিম হা : ১৬*
[১২] *সহীহ মুসলিম হা : ১৩৪৯*
[১৩] *সহীহ বুখারী হা : ১৫২১, সহীহ মুসলিম হা : ১৩৫০*
[১৪] *আবূ দাউদ হা : ৪৪০১, ইবনু মাজাহ হা : ২০৪১*

যে কোনো শিশু হজ্জ পালন করল অতঃপর বালেগ হল তাহলে তার জন্য আরেকবার হজ্জ সম্পাদন করা আবশ্যক। অনুরূপ কোনো দাস হজ্জ পালন করল অতঃপর দাসত্ব থেকে মুক্ত হল তাহলে তার জন্য পুনরায় হজ্জ করা আবশ্যক।[১৫]

(৪) স্বাধীন হওয়া : কোনো দাসের ওপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা গোলাম ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক নয়। তবে সে যদি তার মনিবের অনুমতি সাপেক্ষে হজ্জ পালন করে তাহলে তার হজ্জ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তবলী পাওয়া গেলে তাকে পুনরায় হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। এতেও বিদ্ধানগণের মধ্যে কোনো মত পার্থক্য নেই।

(৫) সক্ষম হওয়া : হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও শরীরিক উভয়ভাবে সক্ষম হওয়া আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তির কা'বা ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের প্রয়োজনীয় অর্থ ও খাদ্য থাকে এবং যানবাহন ও রাস্তা নিরাপদ হয় সেই সাথে শরীরিক সক্ষমতাও থাকে তার ওপর হজ্জ করা ফরয। অর্থ সম্পদ, যানবাহন সবই আছে রাস্তা ও নিরাপদ কিন্তু হজ্জ করতে বিলম্ব করার পর সে শরীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তার ওপর হজ্জ ফরয থেকেই যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় না করা হয়। বক্ষমান হাদীসে এ ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পাদন কর। অর্থাৎ আগে নিজের হজ্জ করে নাও তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। এ থেকে জানা যায় যে, অন্যের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করার আগে নিজের হজ্জ করে নিতে হবে, নচেৎ বদলী হজ্জ করা যাবে না। আর কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ার পর যদি অর্থ সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার ওপর হজ্জ ফরয নয়। অনুরূপভাবে মহিলাদের ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার স্বামী অথবা কোনো মাহরাম আত্মীয় সফরসঙ্গী থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তাদের ওপর হজ্জ ফরয নয়।

হজ্জের প্রকারসমূহ :

হজ্জ তিন প্রকার- (১) ইফরাদ, শুধুমাত্র হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে। ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য কুরবানী করা অবশ্যক নয়।

(২) হজ্জে কিরান, একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করে প্রথমে উমরা সম্পাদন করে ইহরাম ছেড়ে না দিয়ে ঐ ইহরামেই হজ্জের কাজ সম্পাদন করাকে হজ্জে কিরান বলে।

(৩) হজ্জে তামাত্তু' প্রথমে উমরার নিয়্যাত করে ইহরাম বেঁধে উমরার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে ইহরাম ছেড়ে দিবে। অতঃপর আট-ই (৮) জিলহাজ্জ পুনরায় হজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে। হজ্জে কিরান ও হজ্জে তামাত্তু সম্পাদনকারী উভয়ের জন্য কুরবানী করা আবশ্যক।

অত্র হাদীসের শিক্ষা :

(১) হজ্জ একটি পবিত্র ইবাদত ও ইসলামের একটি রুকন।

(২) আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা আবশ্যক।

(৩) হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করতে বিলম্ব করলে ফরয রহিত হয়ে যায় না।

(৪) শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেললে অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্জ করাতে হবে।

(৫) বদলী হজ্জ করা শরীয়তসম্মত।

(৬) কারো পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে চাইলে আগে নিজের হজ্জ সম্পাদন করে পরে বদলী হজ্জ করতে হবে।

(৭) মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা কোনো মাহরাম আত্মীয় থাকতে হবে।

(৮) কবূল হজ্জের বিনিময় জান্নাত।

(৯) হজ্জের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনকারী সদ্যপ্রসুত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

(১০) শরীরিক সক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সম্পদ অর্জিত হলে তার ওপর হজ্জ ফরয হয় না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামী যাবতীয় বিধি-বিধান মোতাবেক হজ্জ সম্পাদন করার তাওফীক প্রদানপূর্বক শিশুরমত নিষ্পাপ করে জান্নাতী বান্দা হিসেবে কবূল করুন। আমীন। ❑❑

[১৫] *মুসনাদে শাফেঈ হা : ৭৪৩, ইরওয়া হা : ৯৮৬*

সম্পাদকীয় কা'বার পথে, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক الافتتاحية

বিগত বছর সীমিত পরিসরে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুয়োগ পেয়েছিলেন নির্দিষ্ট সংখ্যক হাজী। এ বৎসর আল-হামদু লিল্লাহ! ব্যাপক উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে মক্কা মুকার্‌রমার কাবার চত্বর। পৃথিবীর চারদিক থেকে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ছুটে আসছেন লাখ লাখ মানুষ পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য কাবার চত্বরে। বাংলাদেশ থেকেও যাচ্ছেন লক্ষাধিক ব্যক্তি। ইতোমধ্যে অনেকেই পৌঁছে গেছেন কাবা বাইতুল্লায়। বাকীরা অপেক্ষমান। যারা বাংলাদেশ থেকে এবার হজ্জে যাচ্ছেন, মোবারকবাদ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের প্রতি। সকল হজ্জযাত্রীর নিরাপদ সফর এবং মাকবুল, মাবরূর হজ্জের জন্য দুআ করছি আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'লার নিকট। আল্লাহ তাঁদের হজ্জ কবুল করুন। হজ্জ এমন একটি ইবাদত; যার মাধ্যমে বান্দা অর্জন করেন আল্লাহর সন্তুষ্টি, নিষ্পাপ হন গুনাহসমূহ থেকে, লাভ করেন জান্নাত, ফিরে আসেন সদ্যোজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে। 'পুণ্যময় হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত'। যে ব্যক্তি হজ্জ করলো; কোন অশ্লীল বা পাপ কাজে লিপ্ত হলো না, সে যেন সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরলো' (বুখারী)। ইসলামের ৫ম স্তম্ভ হলো হজ্জ। আল্লাহর প্রতি এককত্বের ঈমান, সালাত প্রতিষ্ঠা, সিয়াম পালন, সম্পদে যাকাত প্রদানকারীগণ যার মক্কাভূমি সফরের সক্ষমতা রয়েছে তার উপরই হজ্জ ফরয। গত দুই বছর হজ্জ করার অনুমতি না পাওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে হতাশা, আবেগ-আকুলতা, সমর্পিত হৃদয়ের অনাবিল আর্তি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থেই এক আবেগী প্রেমিকের আশা ভঙ্গের বেদনাভরা হৃদয়কান্না ছিল। সর্বোপরি বয়সের সীমা বেঁধে দেয়ায় অনেক বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি হজ্জ করতে না পারার নীরব কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। সউদী সরকার এবার বয়সের বাধা উঠিয়ে দেয়ায় এবং এ বৎসর এক লাখ সাতাশ হাজারের অধিক সংখ্যক হাজীর হজ্জে গমনের অনুমতি দেয়ায় সে কষ্ট অনেকটাই মুছে গেছে। তবে করোনাত্তোর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে হজ্জের খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে সামর্থ্য হারিয়ে নীরবে কেঁদেছেন। যারা ব্যয়বৃদ্ধির কারণে এবার হজ্জে যেতে পারলেন না তাঁদের প্রতি সমবেদনার সাথে এই দু'আ করছি, আল্লাহ তাদের নিয়তকে পূরণ করার পথ সহজ করে দিন। আল্লাহর ঘর কাবা যিয়ারতের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হজ্জ প্রকৃত অর্থেই এক বাস্তব চাক্ষুষ আশ্চর্য হৃদয়াবেগের রোমাঞ্চিত গভীর অনুভবের বিষয়। আল্লাহর ঘর যিয়ারতে যাওয়া, আল্লাহর মেহমান হওয়া, শতশত সত্যনিদর্শনে সমৃদ্ধ কাবার চত্বর, মিনা, মুযদালিফা, আরাফা, জামারাহ, সাফা-মারওয়ায় নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সুসম্পাদনে যে হজ্জ আদায় করতে হয়, তা এক বিস্ময়কর অপার্থিব আলোকের অনুভবে নিজেকে আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করা। হজ্জ শুধুমাত্র দেহমনের ঈমান আমলের ইবাদত নয় বরং এটির মাধ্যমে রচিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয় মানবতার সেতুবন্ধন। পবিত্র কাবায় সমগ্র পৃথিবীর মানব স্রোতের সব মোহনা মিলে হয়ে যায় তাওহীদের সাগর সৈকতে। এতে রচিত ভ্রাতৃত্ব ভালবাসার, নবদিগন্তের, নয়া যামানার। আমরা সবসময় কামনা করি মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা। মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্ক হোক জোরদার এই মহামিলনমেলায় হজ্জ কাফেলায়। আমীন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক মাননীয় সভাপতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর আল্লামা ড. আব্দুল বারী স্যারের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন আল্লাহর মেহেরবাণীতে পূরণ হয়েছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে জমঈয়তের অন্যতম উপদেষ্টা আলহাজ কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে এটি অনুমোদন লাভ করে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন ❑

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ এর হুকুম

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

পূর্বের আলোচনায় আমরা দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর পরিচয়, মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে আলোকপাত করেছি, এতে প্রমাণিত হয় যে, দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ কত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর হুকুম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল দা'ওয়ার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সফল হবে।[১৬]

﴿يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ﴾

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমরা অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে না।[১৭]

﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ﴾

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দরভাবে।[১৮]

﴿وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

তুমি তোমার রবের দিকে আহবান করতে থাক এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১৯]

﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

তুমি বল : এটাই আমার (আল্লাহর) পথ; প্রতিটি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও; আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।[২০]

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২১]

আরো বহু আয়াত রয়েছে। হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।[২২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে কথা দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাবেক অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার ঢাকা।*

[১৬] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৪*
[১৭] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৬৭*
[১৮] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ১২৫*
[১৯] *সূরা আল-কাসাস আয়াত : ৮৭*
[২০] *সূরা ইউসুফ আয়াত : ১০৮*
[২১] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ২১*
[২২] *সহীহ বুখারী হা : ৩৪৬১*

রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।'[২৩]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শিগগিরই তোমাদের ওপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দুআ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।[২৪]

ওপরে বর্ণিত দলীল প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, দাওয়াহ ইলাল্লাহ কোনো ঐচ্ছিক বা নফল বিষয় নয়। বরং দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ অধিকাংশের নিকট ওয়াজিব। তবে ওয়াজিব কিফায়াহ (অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষ পালন করলে, সকলের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। না ওয়াজিব আইনী (অর্থাৎ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অপরিহার্য) এ বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে।

সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে 'مِنْكُم' শব্দটিতে কেউ বলেছেন مِنْ للتبعيض অর্থাৎ কিছু সংখ্যককে বুঝানোর জন্য যেমন ইমাম তবারী, ইমাম কুরতুবী ও ইমাম ইবনু কাসীরসহ আরো অনেকে। আবার কেউ বলেন : لبيان الجنس। অর্থাৎ গোটান জাতিকেই বুঝানো হয়। সুতরাং কিছু সংখ্যক বুঝালে ওয়াজিব কিফায়া, আর বর্ণনামূলক বুঝালে ওয়াজিব আইনী।

সূরা আলে ইমরান আয়াত : ১০৪ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ فِرْقَة مِنَ الأُمَّة مُتَصَدِّيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"

অত্র আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এ উম্মাতের একটি দল দা'ওয়ার কাজে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হবে। যদিও এ উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তির নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দা'ওয়াতী কাজে ভূমিকা রাখা ওয়াজিব, যেমন : সহীহ মুসলিমের হাদীসে সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে সে যেন হাত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে, যদি সক্ষম না হয় তাহলে কথা বা বক্তব্য দিয়ে, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে আর এটাই হলো অতি দূর্বল ঈমান।

সূরা ইউসুফের ১০৮ নং আয়াতের শিক্ষায় শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত্ তুয়াইজিরী বলেন :

و هذا النص عام، مطلق في الزمان : ليلا و نهاراً.. ومطلق في المكان شمالا و جنوبًا.. وشرقًا وغربًا.. ومطلق في الجنس : العرب والعجم.. و مطلق في النوع : الرجال والنساء.. ومطلق في السن : الكبار و الصغار.. و مطلق في اللون : الأبيض والأسود.. و مطلق في الطبقات : السادة والعبيد .. والأغنياء والفقراء.. والدعوة لهؤلاء واجبة، ... لأنهم من أمة محمد ﷺ وأتباعه.

এ আয়াত হলো আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। সময়ের দিক থেকে যেমন রাত-দিন সব সময়। স্থানের দিক থেকে যেমন- উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সবই। জাতির দিক থেকে যেমন- আরব ও অনারব। শ্রেণীর দিক থেকে যেমন- পুরুষ ও নারী। বয়সের দিক থেকে যেমন- বড় ও ছোট। বর্ণের দিক থেকে যেমন- শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ। স্তরের দিক থেকে যেমন- রাজা ও প্রজা, ধনী ও গরিব ইত্যাদি সকলের জন্য দা'ওয়াহ ওয়াজিব,.... কারণ তারা সকলেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত ও অনুসারীর অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

অনুরূপ অন্য আয়াতে بَلِّغْ তাবলীগ কর, اُدْعُ দাওয়াত দাও এবং بَلِّغُوْا পৌঁছে দাও ইত্যাদি সব শব্দই স্পষ্ট ও নির্দেশ সূচক এবং সকল শ্রেণী ও স্তরকে শামিল করে। আর নির্দেশ সূচক শব্দ ওয়াজিব এর দাবি রাখে। সুতরাং সর্বস্তরের নারী ও পুরুষের জন্য স্বীয় সীমা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দা'ওয়াহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

[২৩] *সহীহ মুসলিম হা : ৭৮*
[২৪] *সুনান তিরমিযী হা : ২১৬৯ (হাসান)*
[২৫] *মুখতাসার আল-ফিকহ আল-ইসলামী- ১০১৩ পৃ.*

وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الرَّسُولَ ﷺ وَهُمْ أُمَّتُهُ وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {الْمُفْلِحُونَ} فَهَذِهِ فِي حَقِّهِ ﷺ وَفِي حَقِّهِمْ قَوْلُهُ: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} الْآيَةَ. وَهَذَا الْوَاجِبُ وَاجِبٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْأُمَّةِ: وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَسْقُطُ عَنْ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ كَقَوْلِهِ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} الْآيَةَ فَجَمِيعُ الْأُمَّةِ تَقُومُ مَقَامَهُ فِي الدَّعْوَةِ:

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ রাসূল ﷺ-এর অনুসারী তথা তাঁর উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাদের এমন পরিচয় আল্লাহ তুলে ধরেছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন :

﴿اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের ওপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোর অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।[২৬] এটা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে, আর উম্মতের বিষয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।[২৭]

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর বন্ধু। তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে।[২৮]

এটা এমন একটা ওয়াজিব যা সমগ্র উম্মতের জন্য প্রজোয্য। যা ফরযে কিফায়াহ, কিছু ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অপরজন দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। মেযন : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সফল হবে।[২৯]

অতএব উম্মাতের সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্তে দা'ওয়াহ-এর দায়িত্ব পালন করবে।[৩০]

পরিশেষে আমরা বলতে পরি যে, দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ উম্মাতের সকলের জন্য একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

(১) কোনো অঞ্চলে যদি কিছু মানুষ পরিপূর্ণভাবে দা'ওয়াহ অঞ্জাম দেয় তাহলে অপর জনেরা পরিপূর্ণ আঞ্জাম দেয়া হতে মুক্ত হবে। (২) তবে উম্মাতের প্রতিটি ব্যক্তিকে সামর্থ্য ও সীমা অনুযায়ী দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে। (৩) যারা ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে সমপর্যায়ে অন্যজন দায়িত্ব পালন না করলে তাদের জন্য সে গভীর জ্ঞানের দা'ওয়াতী কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া অপরিহার্যহয়ে যাবে। (৪) মুসলিম শাসকদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা অপরিহার্য দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। (৫) সকলকে দা'ওয়াতী ভূমিকা রাখতে হবে, কিন্তু অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষে দায়িত্বশীলতা ও অপরিহার্যতা কম বা বেশি হতে পারে। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম। ❑❑

[২৬] *সূরা আল-আরাফ আয়াত : ১৫৭*

[২৭] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১১০*
[২৮] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৭১*
[২৯] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৪*
[৩০] *মাজমু ফাতাওয়া- ৫/২০ পৃ.*

হজ্জের গুরুত্ব, ফযীলত, আমল ও শিক্ষা :

শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ*

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين.

হজ্জ মহান ইসলামের অন্যতম রুকন। হজ্জ আদায় করা সামর্থ্যবান মুমিনের ঈমানের স্বাক্ষর। হজ্জের মাধ্যমে একজন মুমিন নিস্পাপ ও জান্নাতী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়। তবে এই হজ্জ হতে হবে নাবী ﷺ-এর দেখানো পন্থায় যা বিশুদ্ধ ভাবে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। হজ্জে রয়েছে অশেষ প্রাপ্তি। হজ্জের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি ও শিক্ষা সমূহ ব্যক্তি জীবন থেকে উম্মাহ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত।

হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত : হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জ দীন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ, সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর হজ্জকে ফরয করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

"সামর্থ্যবান লোকদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ অবশ্য কর্তব্য। আর আল্লাহ সৃষ্টি জগতের মুখাপেক্ষী নন।"[৩১]

হজ্জকে মহানবী ﷺ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন :

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত : (১) আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল একথার সাক্ষ্য দেয়া, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ সম্পাদন করা ও (৫) রামাযানের সিয়াম পালন করা।[৩২]

হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা-বান্দীগণ জীবনের গুনাহ মাফের মোক্ষম সুযোগ পায়। তারা নিস্পাপ হয়ে আপন আপন ঘরে ফেরার সৌভাগ্য লাভ করে। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করল এবং হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও পাপকের্ম লিপ্ত হলো না, সে ব্যক্তি ঐ দিনের মতো নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।[৩৩]

একটি পুণ্যময় হজ্জ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি। দুনিয়াতে এটি জান্নাত লাভে আকাঙ্খী ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় সুখের সংবাদ। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ

একটি উমরা আরেকটি উমরা পর্যন্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত।[৩৪]

হজ্জের গুরুত্ব এবং তাকে গুণাহ মাফের অবারিত সুযোগের সাথে সাথে এর ফযীলত বর্ণনাতীত। হজ্জের প্রতিটি কাজ এবং হজ্জের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি স্থানের পদার্পণ মুমিন ব্যক্তিকে অফুরন্ত সওয়াব এনে দেয় এবং তার হৃদয় মনকে আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে। মুমিন ব্যক্তি তার অন্ত:চক্ষে হেদায়াতের আলোকরশ্মি অবলোকন করে, সে বরকতের সুপেয় পেয়ালা পানে মহাতৃপ্ত হয়, আর চারদিকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে লাভ করার অবিরাম চেষ্টায় আত্ম নিয়োজিত হয়, মহান আল্লাহ কতই না সুন্দর বলেছেন :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ () فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

---

* *যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল বাংলাদেশ জমঈয়তে আহেল হাদীস।*

[৩১] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭*

[৩২] *সহীহ বুখারী হা: ০৮, সহীহ মুসলিম হা: ১৬, সুনানে তিরমিযী হা: ২৬০৯, সুনানে নাসাঈ হা: ৫০০১*

[৩৩] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম : মিশকাত হা: ২৫০৭*

[৩৪] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম : মিশকাত হা: ২৫০৮*

"নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মাক্কায়) বরকতময় ও বিশ্ববাসীর সঠিক দিশা হিসাবে। তাতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।[৩৫]

হজ্জ আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যে সকল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে পারে হজ্জ সেসবের মধ্যে একটি বড় ইবাদত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলকে বিশ্বাস করা 'অতঃপর জিজ্ঞসা করা হলো তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ্জ।

হজ্জের মাধ্যমে জীবনের গুণাহ মাফের সাথে সাথে জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মহান আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করানোর বিরাট সুযোগ ঘটে। মহান আল্লাহ হজ্জ সম্পাদন কারীদের জন্য সমুদয় কল্যাণ বর্ষনের জন্য প্রস্তুত থাকেন তাঁর আপন সন্তুষ্টিতে তাদেরকে ক্ষমা করেন। মহনবী ﷺ ইরশাদ করেন :

الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

হজ্জ এবং উমরাকারীগণ আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রী দল। তাই তারা যদি তাঁর কাছে দু'আ করে তাহলে তিনি তাদের, দু'আ কবুল করেন এবং তারা যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[৩৬]

হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলাতের বর্ণনা আরো বিস্তৃত বর্ণনা সাপেক্ষ। হজ্জের গুরুত্বের উপলব্ধি আর এর ফযীলত লাভ একমাত্র আল্লাহর বিনীত বান্দাদের পক্ষে অর্জন করাই সম্ভবপর হয়ে উঠে। হজ্জের জন্য আল্লাহর ডাক সেসকল আত্ম নিবেদিত চিত্তদের জন্যই। সে ডাকে সাড়া দিয়ে ভক্তি গদ গদ আত্মা নিয়ে তারাই ব্যকুল হয়ে ছুটে যায় বাইতুল্লাহর পানে। সেই কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ () لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾

"আর মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সবধরনের উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান গুলোতে উপস্থিত হতে পারে।[৩৭]

<u>হজ্জের আমল, করণীয় ও বর্জনীয় সমূহ</u> : প্রত্যেক হজ্জ সম্পাদনকারীর অকৃত্রিম প্রয়াস থাকে নাবী ﷺ-এর দেখানো নিয়মে হজ্জ করা। বস্তুত অন্যান্য আমলের মত হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে হজ্জ সম্পাদন করা। মহানবী ﷺ তারই আদেশ করে বলেছেন : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের শিক্ষ নাও।[৩৮]

নিম্নে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণনা ধারার আলোকে হজ্জে তামাত্তুর ধারাবাহিক করণীয় সমূহ পেশ করলাম। তিন প্রকার হজ্জ তথা : (১) হজ্জে ইফরাদ, (২) হজ্জে কিরান এবং (৩) হজ্জে তামাত্তুর মধ্যে হজ্জে তামাত্ত হলো উত্তম । নাবী ﷺ বিদায় হজ্জকালে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন :

وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا» فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আমার এখনকার অবস্থা যদি পূর্বে জানতাম তাহলে কুরবানীর পশু পাঠাতাম না, তোমরা তাই হালাল হয়ে যাও, (সাহাবীগণ বলেন) আমরা হালাল হয়ে গেলাম, রাসূল ﷺ-এর কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[৩৯]

হাদীসে স্পষ্ট হলো, মহানবী ﷺ-এর সাথে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি হজ্জকে তামাত্তু করতে পারলেন না, অন্যথায় তিনি তামাত্তু হজ্জ করতেন। হজ্জে তামাত্তু করতে প্রথমে উমরা করতে হবে। উমরা সম্পাদনের ধারা বাহিক কাজগুলো হলো :

---

[৩৫] *সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ৯৬-৯৭*
[৩৬] *ইবনু মাজাহ হা: ২৮৮৩*
[৩৭] *সূরা আল-হজ্জ আয়াত : ২৭-২৮*
[৩৮] *সহীহ বুখারী হা: ১৬৫১*
[৩৯] *সহীহ মুসলিম হা: ২৯৩৫*

◆ **ইহরাম বাঁধা :** উমরার নিয়তে অন্তরে সঙ্কল্প করে لَبَّيْك اللَّهُمَّ عَمْرَةً বাক্য মুখে পাঠ করতে হয়।[৪০] তার পূর্বে গোসল ওযু করে ইহরামের কাপড় পরিধান করা হলো ইহরামের প্রস্তুতি। ইহরামের মিকাতে কোন সালাত নেই। তবে ফরয সালাতের পর, তাহিয়্যাতুল ওযু কিংবা দুখুলুল মাসজিদ এসব সালাতের পর ইহরাম বাধা যায়। শারীরিক অসুস্থতা জনিত কোন কারণ হজ্জের কাজে বিঘ্ন ঘটানোর আশঙ্কা দেখা দিলে উপরিউক্ত বাক্যের সাথে বলতে হয়

যদি আমি কোন বাধার সম্মুখীন হই তাহলে আল্লাহ আপনি আমাকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করবেন সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে।[৪১]

◆ **তালবিয়া পাঠ :** ইহরাম বাধারপর সবচেয়ে বেশী তালবিয়া পাঠ করতে হয়। তালবিয়াহ হলো :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

অর্থ, আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আপনার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নেই, আপনার ডাকে আমি উপস্থিত। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নেয়ামতরাজি আপনার এবং সমুদয় রাজত্ব ও অধিপত্য কেবল আপনার, আর আপনার কোন শরীক নেই।[৪২]

এই তালবিয়াহ তাওহীদের বিরাট সবক। তালবিয়াটি শিক্ষা জীবনের সর্বব্যাপী বাস্তবায়ন করতে হবে। তালবিয়াটি উচ্চু আওয়াজে পঠনীয়। জীবরীল আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করে বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন তারা যেন উচ্চ আওয়াজে তালবিয়াহ পাঠ করে।[৪৩]

তালবিয়া পাঠের অশেষ মর্যাদা রয়েছে। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ

উত্তম হজ্জ হল যাতে উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করে বেশী রক্ত ঝরানো হয়।[৪৪]

উমরাতে মীকাত থেকে ইহরাম বেধে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করে তাওয়াফ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করতে হয়।[৪৫]

[৪০] *সহীহ বুখারী হা: ১৫৭০*
[৪১] *সহীহ বুখারী হা: ৫০৮৯*
[৪২] *সহীহ বুখারী হা: ১৫৪৯*
[৪৩] *সুনান নাসাঈ হা: ২৭৫৩*
[৪৪] *সহীহ আল জামি হা: ১১১২*

◆ **মাসজিদে হারামে প্রবেশ ও তাওয়াফ করা :**

মাক্কায় প্রবেশ করে গোসল ও পবিত্রতা অর্জন পুর্বক মাসজিদে হারামে গমন করা প্রাথমিক কাজ। মসজিদে হারামে প্রবেশ কালে মাসজিদে প্রবেশ, দু'আ পাঠ অবশ্যই যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। দু'আটি নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, দরুদ ও সালাম রসূল ﷺ-এর উপর, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তার মহান সত্তা এবং তাঁর চিরন্তন শক্তির মাধ্যমে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও।[৪৬]

উমরাকারী ব্যক্তির জন্য মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে দুখুলুল মসজিদ সালাত না পড়ে তাওয়াফ শুরু করা করণীয়। কা'বা ঘর দেখে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া উমার رضي الله عنه থেকে প্রমাণিত,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

হে আল্লাহ আপনি শান্তিময়। শান্তি আপনার হতেই আসে, তাই হে আমাদের প্রভু! আমাদের শান্তিময় জীবন দান করুন।[৪৭]

◆ **তাওয়াফ :** উমরার জন্য কৃত তাওয়াফ হলো তাওয়াফে কুদূম। হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু হবে। হাজরে আসওয়াদ এক জান্নাতী পাথর এর রয়েছে বিরাট মর্তবা। রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন:

(وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ؛ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ

আল্লাহ কিয়ামত দিবসে হাজরে আসওয়াদকে এমনভাবে উঠাবেন যে, তার দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে সে ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে।[৪৮]

[৪৫] *বাইহাকী হা: ৫/১০৪*
[৪৬] *সহীহ মুসলিম হা: ১৬৫২, তিরমিযী হা: ৩১৪, আবু দাউদ : ৪৬৬*
[৪৭] *মানাসিকলিল আলবানী পৃ: ২০*
[৪৮] *তিরমিযী হা: ৯৬১*

তাওয়াফে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়ার সুযোগ হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে তা করতে হবে। তা স্পর্শ করার বেলায় হাতে চুম্বন করতে হবে।[৪৯]

স্পর্শ করার সুযোগ না হলে দূর থেকে ইশারা করে আল্লাহু আকবার, বলে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। কা'বাকে বামে রেখে ডান দিক থেকে তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফ কালে হাতীমে কা'বার বাহির দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। কা'বার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হলো রুকনে ইয়ামানী, সম্ভব হলে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে হয়। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে নিম্নোক্ত দু'আ নবী ﷺ পড়েছেন ।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের রব" আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।[৫০]

উল্লেখ্য যে, তাওয়াফের প্রতি প্রদক্ষিনে পড়ার জন্য বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন দু'আ লেখা থাকলে ও সেসবের কেন ভিত্তি নেই। বরং কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দু'আ ও যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ, তাসবীহ পাঠ করা এবং নিজের ভাষায় দু'আ করা করণীয়।

তাওয়াফের জন্য সর্বদা ওযু ও পবিত্রতা আবশ্যক। পুরুষদের জন্য তাওয়াফে কুদূমে (প্রথম বারের তাওয়াফ) চাদরের ডান পাশ বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলতে হবে। এভাবে ডান কাঁধ খোলা রেখে (যাকে ইযতিবা বলে) সাত চক্কর সম্পন্ন করতে হবে।[৫১]

তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের ঘন পায়ে হেলে-দুলে বীরের মত চলতে হয়, এটিকে রামল বলে।[৫২] বাকী চার চক্কর স্বাভাবিক ভাবে করতে হয় তাওয়াফ সম্পন্ন হলে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে, তাতে সম্ভব না হলে মাসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দাড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে হবে। এই সালাতের প্রথম রাকা'আতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হয়।[৫৩]

[৪৯] *সহীহ মুসলিম হা: ৩০৬৫*
[৫০] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২০১*
[৫১] *আবু দাউদ হা: ১৮৮৪*
[৫২] *সহীহ বুখারী হা: ১৬০৩*
[৫৩] *হাজ্জাতুন্নবী লিল আলবানী : পৃ, ৫৮*

◆ **যমযমের পানি পান :** তাওয়াফের দু'রাকাআত সালাত শেষে যমযমের পানি পান করা ও মাথায় দেয়া সুন্নাহর আমল।[৫৪] পৃথিবীতে যমযমের পানির ন্যায় এমন বরকতময় পানি আর নেই, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

যামযামের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবে তা লাভ করবে।[৫৫]

যমযমের পানি পান করার পর সাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে।

◆ **সাঈ করা :** উমরার অন্যতম রুকন হচ্ছে সাফা মারওয়ায় সাঈ করা। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়া এক চক্কর আবার মারওয়া থেকে সাফা ২ চক্কর হবে। এভাবে সাত চক্কর সাঈ করতে হবে। সাঈর জন্য বিশেষ করণীয় হলো সাফার নিকট এসে নিম্নেক্ত আয়াত পড়া إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৫৬]

অতঃপর বলতে হয় : أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুর করছি।

তারপর উপরে উঠে কিবলার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে নিচের দু'আটি পড়তে হয় :

اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ، لَهُ الْمُلْكُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব এবং সমুদয় প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, সর্বময় ক্ষমতার তিনি মালিক। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই। তিনি স্বীয় বান্দার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুবাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।

এরূপ তিনবার দু'আটি পড়তে হয়। দু'আ পড়ে মারওয়ার দিকে যেতে সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের কিছুটা দৌড়াতে হয়।[৫৭]

[৫৪] *মুসনাদে আহমাদ হা: ১৫২৪৩*
[৫৫] *ইবনু মাজাহ হা: ৩০৬২*
[৫৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৫৮*

মারওয়ায় উঠেও উপরিউক্ত দু'আ পড়তে হয় কিবলা মুখী হয়ে হাত উঠিয়ে। তবে আয়াতপাঠ ও শুরু করার কথাটি শুধু প্রথমবার সাফাতে উঠার সময় বলতে হয়। সাফা ও মারওয়ায় চলার সময় নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। কোন কোন সাহাবী থেকে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

হে আমার রব! ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহা সম্মানিত এবং মহামহিম।[৫৮]

◆ **চুল কাটা :** সাঈ শেষে উমরার জন্য করণীয় ওয়াজিব হলো চুল কাটা। পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল খাটো করবে। নারীগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙুলের মাথা পরিমান কর্তন করাই উত্তম যদি উমরা ও হজ্জের সময়ের মধ্যে বেশ কতক দিন ব্যবধান থাকে। মাথা মুণ্ডন কারীদের জন্য রাসূল ﷺ তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোট কারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন।[৫৯]

চুল কাটার মাধ্যমে উমরা সম্পন্ন হয় এবং ব্যক্তি ইহরাম থেকে হালাল হয়।

◆ **হজ্জের আমলসমূহ :** যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে (যে দিনকে ইয়ামুত তারবিয়াহ বলা হয়) আপন অবস্থান থেকে ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে হজ্জের নিয়ত করতে হবে এই বলে : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجَّةً

হজ্জকল্পে উপস্থিত হে আল্লাহ।

ইহরাম বাঁধা হজ্জের প্রথম রুকন। অতঃপর তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় উপস্থিত হতে হবে। মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ফজর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং হজ্জের বিধান হিসাবে সালাতগুলো কসর পড়া করণীয় আমল।[৬০]

উল্লেখ্য যে, ৮ তারিখের পূর্বে মিনায় আনা হলেও ইহরাম বেঁধেই আসতে হবে।

আরাফায় অবস্থান (الْوُقُوف بِعَرَفَة) ৯ জিলহজ্জে সূর্যোদয়ের পর বেশী বেশী তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করে করে আরাফার উদ্দেশ্য রওয়ানা দিতে হবে। অতঃপর নামেরা প্রান্তরের ওরানায় অবস্থান করে সূর্য ঢলে পড়ার পর আরাফার সীমানায় প্রবেশ করা প্রকৃত নিয়ম। তবে ব্যাপক ভীড়ের কারণে সূর্য ঢলার পূর্বেই আরাফার সীমানায় পৌঁছানোতে আল্লাহ চাহেনতো কোন সমস্যা হবে না।[৬১] সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব,

হজ্জের মূল হল আরাফায় অবস্থান, মাহনবী ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْحَجُّ عَرَفَة "আরাফায় অবস্থানই হলো হজ্জ।[৬২]

৯ যিলহজ্জ আরাফাহ দিবসে সূর্য ঢলে পড়ার পর ইমাম খুতবা প্রদান করেন এবং এক আযানে ও দুই ইকামাতে যোহর ও আসর সালাত কসর করে পড়ান। সুযোগ হলে ইমামের সাথে সালাত পড়া ভালো, অন্যথায় আপন আপন তাবুতে যোহর ওয়াক্তে এক আযানে দুই ইকামাতে কসর করে আদায় করা হজ্জের অন্তর্ভুক্ত বিধান। একাকী পড়লেও এভাবে পড়তে হয়।

আরাফা দিবসের ফযীলত অপরিসীম। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ.

আরাফা দিবসে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী বান্দাকে মুক্ত করে দেন জাহান্নাম থেকে এমনকি তিনি আরাফা অবস্থানকারীদের কাছাকাছি হয়ে গৌরব করে ফেরেশতাদের বলেন, দেখ তারা কি চায়?[৬৩]

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন :

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

সর্বোত্তম দু'আ আরাফার দিবসের দু'আ, আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নাবী যে উত্তম দু'আ তাতে পাঠ করেছেন তাহলো তাওহীদের কালিমটি।[৬৪]

---

[৫৭] *মানাসিক লিল আলবানী পৃ : ২৪-২৬*
[৫৮] *মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ : ৪/ ৬৮-৬৯ পৃ*
[৫৯] *সহীহ বুখারী হা: ১৬১৩, সহীহ মুসলিম হা: ২২৯৫*
[৬০] *তাবসীরুন নাসিক পৃ : ৬৮*
[৬১] *মানাসিক লিল আলবানী পৃ : ২৮*
[৬২] *ইবনু মাজাহ হা: ৩০১৫*
[৬৩] *সহীহ মুসলিম হা: ৩২৮৮*
[৬৪] *সুনান তিরমিযী হা: ৩৫৮৫*

আরাফায় জাবালে রাহমাতকে সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম।

◆ **মুযদালিফায় রাত যাপন:** ৯ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করার পর ধীর শান্ত ভাবে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিয়ে সেখানে গিয়ে এক আযানে দুই ইকামাতে মাগরিব কসরসহ ঈশার সালাত আদায় করতে হয়। এই দুই সালাতের সুন্নাত না পড়ে শুধু ঈশার পর বিতর আদায় করতে হয়।

অতঃপর মুযদালিফায় ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে ফজর সালাত আদায় পূর্বক আল্লাহর যিকর ও দু'আয় মশগুল হতে হয়। মাহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾

"অতঃপর তোমরা যখন আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহর যিকর করবে, আর তার যিকর কর যেভাবে তিনি তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, যদিও তোমরা এর আগে পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[৬৫]

সম্ভব হলে মুযদালিফার পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে দু'আ ও যিকর করা উত্তম। অতঃপর ফর্সা হতেই সূর্যোদয়ের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ করে মিনার দিকে রওয়ানা দিতে হয়।[৬৬] তবে অসুস্থ নারী ও শিশুদের জন্য এবং তাদের দেখা শুনাকারীদের জন্য অর্ধরাতের পরই মীনার দিকে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। মিনার পথে 'মুহাসিসর' উপত্যকা দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে হয়।[৬৭]

◆ **ইয়াওমুন নাহারের আমল সমূহ:** ইয়াওমুন নাহার তথা ১০ যিলহজ্জ কুরবানী দিবসে হজ্জের ধারাবাহিক কাজ হলো (১) বড় জামরায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা, (২) কুরবানী করা, (৩) মাথার চুল কাটা, (৪) তাওয়াফে ইফাযাহ বা যিয়ারাহ করা এবং (৫) সাঈ করা। উপরিউক্ত কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে করতে না পারলে কোন সমস্যা নেই। আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে বর্ণিত :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»

নাবী ﷺ বিদায় হজ্জে (১০ যিলহজ্জ) দাঁড়ালেন লোকজনের সামনে) তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। একজন বললেন, আমি কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি, তা আমি না বুঝে করেছি। রাসূল ﷺ বললেন, অসুবিধা নেই তুমি এখন কুরবানী কর। অপর একজন এসে বললেন, আমি না বুঝে পাথর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি, রাসূল ﷺ বললেন, এখন পাথর নিক্ষেপ কর, কোন অসুবিধা নেই। সেদিনের আমলগুলোর (১০ যুলহিজ্জার) আগ পিছ করার বিষয়ে নাবী ﷺ- কে যা প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি জবাব দিয়েছেন করে যাও, কোন অসুবিধা নেই।[৬৮]

মুযদালিফা হতে মিনায় এসে ইয়াওমুন নাহারে (১০ যুলহিজ্জা) বড় জামরাতে মাক্কাকে বামে মিনাকে ডানে রেখে ৭টি পাথর মারতে হবে। পাথরগুলো মারার সময় আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এবং শেষ পাথরটি মারা হলে হজ্জের তালবিয়াহ বলা শেষ করতে হবে। নিক্ষেপ করার পাথরগুলো ছোট ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১০ তারিখ পাথর মারার সময় হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

১০ তারিখ বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি প্রাথমিক ভাবে হালাল হয়ে যাবে, তবে তাওয়াফে ইফাযাহ করা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ থাকবে, তাওয়াফে ইফাযাহ করা হলে পরিপূর্ণভাবে হজ্জকারী হালাল হয়ে যায়।

১০ তারিখের অন্যতম কাজ হলো, হাদী জবাহ করা, হাদীর হুকুম কুরবানীর পশুর মতই। মিনা এবং মক্কার পথ-ঘাট হাদী জবাহ করার স্থান। ১০ যিলহজ্জ হতে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত হাদী জবাহ করার সময়।[৬৯]

হাদী যবাহ করতে অক্ষম ব্যক্তিকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরে সাতদিন মোট দশ দিন সিয়াম পালন করতে হয়।[৭০]

---

[৬৫] *সূরা আল-বাকরা আয়াত : ১৯৮*
[৬৬] *আবু দাউদ*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম হা: ২৯৫০*
[৬৮] *সহীহ বুখারী হা: ১৭৩৬, সহীহ মুসলিম হা: ৩১৫৬*
[৬৯] *সহীহ বুখারী, সিলসিলা সহীহাহ হা: ২৪৭৬*
[৭০] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৯৬*

১০ তারিখে অন্যান্য আবশ্যক কাজগুলো হলো মাথার চুল কাটা, তাওয়াফে ইফাযাহ করা এবং সাঈ করা। এসব আমলের বিধান ও পদ্ধতি উমরা অংশে বর্ণিত পদ্ধতির হুবহু একই রকম।

১০ তারিখ দিবাগত রাত যা ১১ যিলহজ্জ, অতঃপর ১২ যিলহজ্জ ও ১৩ যিলহজ্জ মিনায় রাত যাপন করতে হবে। ১১ ও ১২ তারিখের রাত মিনায় যাপন করা অবশ্যই পালনীয় বা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾

"তোমরা নির্দিষ্ট দিন সমূহে আল্লহর যিকর কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দু'দিন থেকেই তাড়াতাড়ি চলে আসতে চায় তাতে কোন অপরাধ নেই। আর যে ব্যক্তি তিন দিন থেকে দেরিতে আসতে চায় তাতে ও কোন অসুবিধা নেই। এসব তার জন্য যে সংযমী হয়ে চলে।"[৭১]

মিনার দিবস গুলোতে ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ প্রতিদিন সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে সূর্যাস্তের মধ্যে ৩ জামরাতে ৭টি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তবে কারণবশত সূর্যাস্তের পরও পাথর নিক্ষেপ করা যায়।[৭২] পাথর নিক্ষেপ ছোট জামরা থেকে শুরু করতে হয়। অতঃপর সম্মুখে ডান দিকে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করা সুন্নাত । তারপর মধ্যম জামরাতে ৭টি পাথর মেরে সম্মুখে বাম দিকে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করতে হয়। পরিশেষে বড় জামরাতে ৭টি পাথর মেরে দু'আ না করে চলে আসাই বিধান।

মীনায় ১২ যিলহজ্জ পাথর নিক্ষেপ করার পর কেউ চলে আসতে চাইলে সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে মিনার সীমানা ছাড়তে হবে।

◆ **বিদায় তাওয়াফ :** হাজ্জের সর্বশেষ আমল হলো বিদায়ী তাওয়াফ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন :

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

কা'বায় সর্বশেষ তাওয়াফ না করে কেউ যেন বিদায় না হয়।[৭৩]

[৭১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২০৩*
[৭২] *বাইহাকী-৫/১৫১ পৃ*
[৭৩] *সহীহ বুখারী হা: ১৬৩৪*

বিদায় তাওয়াফ ওয়াজিব আমল, তবে কোন নারী ইতোমধ্যে ঋতুবতী হয়ে পড়লে তার জন্য বিদায় তাওয়াফ আবশ্যক নয়।

◆ **হজ্জের বিশেষ বর্জণীয় :** হজ্জ সফরে নাবী ﷺ কবর যিয়ারতকে বিশেষ উদ্দেশ্য বানানো একান্ত বর্জণীয় কাজ। উল্লেখ্য যে, তিনিটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও যিয়ারাতের নিয়তে সফর করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যিয়ারত করা বৈধ নয়। (১) আল মাসজিদুল হারাম, (২) মসাজিদুল রাসূল (সাসজিদে নববী) ও (৩) মাসজিদুল আকসা।[৭৪]

উমরা ও হাজ্জে সুনির্ধারিত তালবিয়াহ এবং বিভিন্ন সময় পঠিতব্য দু'আ ও আযকার সমূহে ভিত্তিহীন এবং পীরদের বানানো অযীফা পালন করা অবশ্যই বর্জনীয়।

তাওয়াফের প্রতি চক্করে বিশেষ দু'আ অযীফা পড়া মনগড়া কাজ, যা একান্ত বর্জনীয়।

● কাবার দেয়াল, গিলাফ, মাকামে ইবরাহীম ইত্যাদিতে চুমু খাওয়া, শরীরে মাখানো বিদআতি কর্ম,

● আরাফায় জাবালে রহমতে পাহাড়ে উঠা, পাথর চুমো খাওয়া, চেহারায় মাখানো ইত্যাদি নিষিদ্ধকর্ম,

● নাবী ﷺ-এর কবরকে রাওযাহ মনে করা অবশ্যই বর্জনীয়। রাওযাহর পরিচয় নিম্নোক্ত হাদীসে স্পষ্ট, মহানবী ﷺ বলেন :

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ

আমার ঘর এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু জান্নাতের বাগান সমুহের একটি বাগান।[৭৫]

● নাবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত কেন্দ্রিক তাকীদ ও ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত সকল বর্ণনা জাল ও অতিশয় দুর্বল। সুতরাং এ সংক্রান্ত ভিত্তিহীন হাদীসকে গুরুত্ব দেয়া বর্জনীয় আমলের মধ্যে গণ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হজ্জ করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

[৭৪] *সহীহ বুখারী হা: ১১৩২*
[৭৫] *সহীহ বুখারী হা: ১১৫৯*

সোশ্যাল মিডিয়া : তারুণ্যের বহুমাত্রিক অবক্ষয়ের গতি-প্রকৃতি

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

ভূমিকা

আধুনিক জীবন-যাপন প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবনের বড় একটি অংশ জুড়ে স্থান দখল করে আছে তথ্যপ্রযুক্তি। এর মাঝে অন্যতম হলো সোশ্যাল মিডিয়া (Social media) তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সোস্যাল মিডিয়া বলতে আমরা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝি। ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, ইমু, হোয়াটস অ্যাপ, ভাইবার, গুগল প্লাস, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি হলো আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম। সোস্যাল মিডিয়াকে সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, আমরা যার মাধ্যমে আমাদের নিত্যদিনের খবর সামান্য সময়ের মাধ্যমে একস্থান থেকে হাজারো মানুষের কাছে লিখিত বা ভিডিওর মাধ্যমে একই সময়ে পাঠাতে পারি তার নাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যম আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমেই আমাদের অনেক চাহিদাই খুব সহজে পূর্ণতার মুখ দেখে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তারুণ্য

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদিও আমরা বিভিন্নভাবে লাভবান হচ্ছি, কিন্তু এর বহুমাত্রিক ক্ষতিকর প্রভাবও আমাদের জীবনে কম নয়। বিশেষকরে আমাদের যুবসমাজের মাঝে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে নানাভাবে। মেটার প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ২৯৬ কোটি। ৬ জানুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত, ৫,৫৬৯,২০০,৩০১ (৫.৬+বিলিয়ন) ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল।

গড়ে বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিদিন সাত ঘন্টা অনলাইনে ব্যয় করে থাকে। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত, ১.১৪ বিলিয়ন ওয়েবসাইট ছিল। পৃথিবীতে ফেসবুক ব্যবহারকারী মানুষের মধ্যে অধিকাংশই যুবক এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও আগামী প্রজন্মের জন্য এটি একটি ভালো দিক। কিন্তু যখন এই ফেসবুক নামক বস্তুটি কিংবা অন্য যাই হোক না কোনো আমাদের যুবকরা তাদের পড়ার টেবিলে নিয়ে এসে ব্যবহার করে তখন সেটিকে কীভাবে সম্ভাবনার দোহাই দেবো। আমরা দেখি তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে যে সময় ব্যয় করে অপরদিকে পড়ার টেবিলে এর তুলনায় খুবই কম সময় দিচ্ছে। একটি জরিপে দেখা গেছে, ১০০ জন তরুণদের মধ্যে ১ ঘণ্টা থেকে একটু বেশি সময় ধরে ৩২ জন, ২-৩ ঘণ্টায় ৪৩ জন, ৪-৫ ঘণ্টায় ১৮ জন, ৬-৭ ঘণ্টায় ৪ জন এবং ৮ ঘণ্টা থেকে তার বেশি সময় ধরে সোস্যাল মিডিয়ায় নিমজ্জিত থাকে ৩ জন। সরকারি হিসাবে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটিরও বেশি। দেশের প্রায় অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠীর হাতে এখন ইন্টারনেট। আর এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসার কতটা দ্রুতগতিতে হচ্ছে তা অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতি ১০ সেকেন্ডে একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে বাংলাদেশে, যা দেশের জন্মহারের চেয়েও বেশি। আর এদের অধিকাংশই তরুণ।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রকৃতি

ডিচ দ্য লেবেল নামে অ্যান্টি-বুলিং বা উৎপীড়নবিরোধী একটি দাতব্য সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণদের ভীত ও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই সংস্থাটি ১০ হাজার তরুণ-তরুণীর ওপর জরিপ চালিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সবার বয়সই ১২-২০ বছরের মধ্যে। এই জরিপে অংশ নেয়াদের প্রতি তিনজনের একজন জানিয়েছেন, সাইবার-বুলিং বা অনলাইন উৎপীড়ন বিষয়ে তারা সব সময় আতঙ্কে থাকেন। জরিপে অংশ নেয়া প্রায় অর্ধেকই জানিয়েছেন, সোস্যাল মিডিয়ার কারণে তাদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনলাইনে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলোচনা করতে চান না। অনলাইনে বিরূপ আচরণের শিকার হওয়া অনেকেই তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছু খণ্ডিত অংশ প্রকাশ করেছেন। জরিপে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ইনস্টাগ্রামকে অত্যন্ত নেতিবাচক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বৈশ্বিকভাবে অনলাইন নিপীড়ন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। জরিপে অংশ নেয়া ৭০ শতাংশ স্বীকার করেছে, তারা অনলাইনে অন্যের সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করে এবং ১৭ শতাংশ দাবি

* *সহকারী অধ্যাপক (২৭তম বিসিএস)*
সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

করে, তারা অনলাইনে অন্যের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই) একই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫ বছরের তরুণদের ওপর জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে ৩০ শতাংশ নিয়মিত অনলাইন উৎপীড়নের শিকার। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোর বেশির ভাগ বাসিন্দা বলেছেন, শিক্ষার প্রসারে ইন্টারনেটের ভূমিকা ব্যাপক। ৩২টি দেশে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। 'পিউ গ্লোবাল অ্যাটিটিউড সার্ভে' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির জরিপে দেখা গেছে, ইন্টারনেট ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখে। অন্যদিকে অর্থনীতিতেও ইন্টারনেটের ভূমিকা রয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোর মানুষের দৈনন্দিন কাজে কীভাবে ইন্টারনেট সহায়ক হয়েছে। এসব দেশের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগের প্রসারে এখন তারা তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করে সামাজিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এসব ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ বলেছেন ইন্টারনেট ভালো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে শতকরা ৩০ ভাগ ব্যবহারকারী বলেছেন, ইন্টারনেট খারাপ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে শতকরা ৪২ ভাগ ব্যবহারকারী বলেছেন, ইন্টারনেট মানুষের নৈতিকতার বিকাশে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। জরিপ চালানো ৩২টি দেশের শতকরা ৪৪ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোর তালিকায় আছে চিলি, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে চিলি ও রাশিয়ায় ১০ জনের ৭ জন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা ৮৭ ভাগ। জরিপ চালানো উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক যে দিক তা হলো ভিডিও সাইটগুলো। এটাকে যদিও আমরা পুরোপুরি সোস্যাল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নাও বলি তবু সামাজিক মাধ্যমই হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য আজকাল। এই ভিডিও সাইটগুলোতে আমাদের জন্য খারাপ যে খবর অপেক্ষা করছে তা হলো এই সাইটে নৈতিক অবক্ষয়জনিত ভিডিওগুলোর প্রবেশকারী অন্যগুলোর থেকে প্রায় ৫০ ভাগ বেশি। আর তার ৮০ ভাগের বয়সই ১৬ থেকে ২৩।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও মানসিক অবসাদ

এখন অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সময় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। এতে করে স্বাস্থ্যের নানা রকমের ক্ষতি হতে পারে। জেনে নিন ২ ঘণ্টার বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কতটা ক্ষতিকর।

এ প্রজন্মের অবসরের বেশিরভাগ সময়টাই কাটে সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুবে থেকে! বলা চলে, বর্তমানে বিনোদনের মূল মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া। কে কী পরল, কে কী খেল, কোথায় গেল, স্ট্যাটাসে কী দিল বা কী ইস্যু চলছে? এমনকি যে কোনো খবরও আজকাল টেলিভিশন বা রেডিওর আগে সোশ্যাল মিডিয়াতেই পাওয়া যায়। কিন্তু সারাক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাজ করতে করতে এ প্রজন্মের মানসিক সমস্যা বাড়ছে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটালে দেখা দিতে পারে মানসিক অবসাদ। এর মতো সোশ্যাল সাইটে বেশিক্ষণ সময় কাটালে তা মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে বলে জানাচ্ছেন আমেরিকার গবেষকরা। তবে, এটাই প্রথম গবেষণা নয়। সোশ্যাল মিডিয়া (Social media) ও তার প্রভাব এবং ঠিক কতক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানো উচিত- এ নিয়ে আগেও একাধিক গবেষণা ও সমীক্ষা হয়েছে। যার বেশিরভাগই হয়েছে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানো সময় ও তাদের ওপরে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই মাধ্যমের একটা প্রভাব অবশ্যই সকলের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তা অবসাদের কারণ কি না, সেটা জানা যায়নি।

University of Arkansas-এর চিকিৎসক ব্রায়ান প্রিম্যাক এ বিষয়ে (Brian Primack) জানান, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং তার কারণে মানসিক স্বাস্থ্যে সমস্যা ও মানসিক অবসাদ এই দুইয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যা সহজে বের করা সম্ভব হয় না। তবে, অধিকাংশ সমীক্ষাই বলে, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য মানসিক অবসাদ আসে। এবার কোনটাকে এ ক্ষেত্রে আগে রাখা উচিত বা সোশ্যাল মিডিয়া ও মানসিকের অবসাদের (Depression) মধ্যে কোনটাকে আগে রাখা উচিত সেই নিয়েও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে, নতুন এই সমীক্ষা দাবি করছে, ডিপ্রেশন বা মানসিক অবসাদে থাকলে তা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপরে সেভাবে প্রভাব ফেলে না। কিন্তু যদি

কেউ বেশি সোশ্যাল মিডিয়া বেশি ব্যবহার করে, তা হলে অবসাদ তৈরি হতে পারে।

American Journal of Preventive Medicine-এ প্রকাশিত সমীক্ষায় ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী হাজারেরও বেশি মানুষের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তাদের মানসিক অবসাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মোট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কমবয়সী যারা ২ ঘণ্টার কম সময় সামাজিক মাধ্যমে কাটান, তাদের থেকে, যারা দিনে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায়, তাদের ২.৮ শতাংশ বেশি সম্ভাবনা থাকে ৬ মাসের মধ্যে অবসাদে ভোগার। এর কারণ হিসেবেও অনেক কিছুকে নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, অনেকেই সম্পর্ক, কাজ, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বদলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটান। এতে সম্পর্কে প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেন। এতে মানসিক সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ব্রায়ান প্রিম্যাক (Brian Primack) এ বিষয়ে জানান, করোনার জেরে বর্তমানে সকলেই নিজেদের মতো সময় কাটাচ্ছেন। সামাজিক দূরত্ব বেড়েছে। ফলে এই সময় সোশ্যাল মিডিয়া ও মানসিক অবসাদের গুরুত্ব আরো বেশি। সাময়িকভাবে টেকনোলজির প্রভাবে অনেক লাভ হচ্ছে। অনেক কিছু আজ হাতের মুঠোয়। কিন্তু এর অত্যধিক ব্যবহারে আদৌ কোনো লাভ হয় না!

সোশ্যাল মিডিয়ায় কতিপয় ক্ষতিকর দিক

১. সোশ্যাল সাইট মানেই হলো অসংখ্য অ্যাপসের ছড়াছড়ি। আর এই অ্যাপসগুলোর বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল সাইট ব্যবহারকারীদের বিশাল একটা সংখ্যা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন শুধুমাত্র অ্যাপস চেক করতে গিয়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশ তার পিসির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেন অ্যাপস এর দ্বারা এবং আরেক অংশের আইডি হ্যাক হয়ে যায় শুধুমাত্র অতিরিক্ত নানা রকমের অ্যাপস ব্যবহারে।

২. যারা অনেক বেশি সোশ্যাল সাইটগুলোতে সময় দেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাদের সাথে পরিবারের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়! দেখা যায়, তারা দিন শেষে বাড়ি ফিরে অথবা সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও পরিবারকে সময় না দিয়ে সময় দেয় সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে যার ফলে মানুষিক থেকে শুরু করে বাহ্যিক পর্যন্ত সব দিক থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয় পরিবার এর সাথে।

৩. বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল সিএনএনের সোশ্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ভিত্তিহীন খবর প্রচার করা হয় সোশ্যাল সাইটগুলোতে, যা মিডিয়া সম্পর্কে সমাজে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করছে। এতে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. দেখা গেছে, টুইটার, ফেসবুক, লিঙ্কডইন, মাইস্পেস, হাইফাইভ, বাদু, নিং ইত্যাদিসহ বাংলাদেশিদের উপস্থিতি রয়েছে এমন সাইটগুলোও অনর্থক আর আজেবাজে প্রচুর মন্তব্যে ভরা। এসব সাইট প্রচুর পরিমাণে অপব্যবহার হচ্ছে। অনেক ব্লগের লেখা খুব বেশি সম্পাদনা করা হয় না। সেসব ব্লগে যার যা খুশি তা-ই লিখে দিচ্ছেন।

৪. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালানো হয়। অনেক সময় সফলও হচ্ছে তারা। গুজব তৈরির জন্য তারা এসকল সাইট সর্বোচ্চ ব্যবহার করছেন।

৫. মাঝে মাঝে সময়ে সময়ে আমরা দেখি সোশ্যাল সাইটগুলোতে প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। সব ধরনের পাবলিক ও নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হতে দেখি এই মাধ্যমগুলোতে, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রসহ সব রকমের প্রশাসনিক কার্যক্রমে যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থীদের আগমন নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সঠিক হকদারগণ বঞ্চিত হন।

৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ও পরবর্তীতেও নিজেদের ক্যারিয়ারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৭. অতিরিক্ত সোশ্যাল সাইটের প্রতি আসক্তি এবং এর অপব্যবহার শুধুমাত্র পরিবার ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্যই যে ক্ষতিকর তা না, এটা সমস্যা তৈরি করতে পারে আপনার কর্মক্ষেত্রেও! এসব নৈতিক অধঃপতনের কারণে দেখা যাচ্ছে- আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস এখন আর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার সাথে প্রতিযোগিতায়

টিকতে পারছে না। ফলে এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা শুনে বা খবরের কাগজে পড়ে শিউরে উঠতে হচ্ছে। সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন, মা-বাবার হাতে সন্তান খুন, তিন-চার সন্তান রেখে মায়ের পরকীয়া, প্রেমিকের হাত ধরে পলায়ন, ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তান কর্তৃক ব্যস্ততার কথা বলে বাবার লাশ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে হস্তান্তর, বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে ছুড়ে ফেলে আসার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, তথ্যপ্রযুক্তিকে অবলম্বন করে অনৈতিক ও অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তরুণরা নিষ্ঠুর, নির্মম হয়ে উঠছে। এসব বিষয় কখনো কখনো তাদেরকে আত্মধ্বংসী করে তুলছে। অবক্ষয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। ইন্টারনেট প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যমের ব্যবহার যেমন মানুষের কাছে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে অবাধ যৌনাচারকেও উসকে দিচ্ছে। আজকে পর্নোগ্রাফি যেভাবে বানের পানির মতো গ্রাস করছে, তাতে শিশু-কিশোররা ব্যাপক হারে যৌন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। স্কুলগামী টিনএজারদের মোবাইলে পর্নোগ্রাফি ছবি অভিভাবকদের অসহায় ও শঙ্কিত করে তুলেছে। যার ফলশ্রুতিতে ধর্ষণের সংস্কৃতিতে নাকাল হচ্ছে দেশ-সমাজ-পরিবার।

আমাদের করণীয়

১. আমাদের যুবকদের মাঝে ইসলামী অনুশাসন ও ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। তার ভেতর দ্বীনি চেতনায় ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন তৈরি করে দেয়া জরুরি। এতে তার দৈনন্দিন জীবনের কর্মপ্রবাহ বদলে যাবে।

২. আমাদের যুবকদের জন্য সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হতে হবে তাদের পরিবার; বাবা, মা ভাই-বোন। যাতে সে কোনো ভালোবাসার অভাবে নতুন ভালোবাসা না খুঁজে। পারিবারিক মেলবন্ধন দৃঢ় ও অটুট করতে হবে।

৩. বাবা-মাকে ছেলে-মেয়েদের জানাতে হবে তার নির্দিষ্ট বয়সে কাজের সীমা সম্পর্কে। মানে তার সামাজিক অবস্থান থেকে সে কী করতে পারে, আর কী পারে না।

৪. শুধু ভালোবাসা নয় প্রয়োজনে শাসনও তাদের থেকে কাম্য। কারণ যিনি ভালোবাসেন শাসন সেই করতে পারেন। ছোট বেলায় শাসন না থাকলে বাচ্চা গোল্লায় যাবে।

৫. বাবা-মাকে খোঁজ রাখতে হবে কে বা কারা তাদের ছেলে বা মেয়ের বন্ধু হচ্ছে। কারণ বন্ধু সব সময়েই বন্ধুর অনুকরণ করে থাকে। বন্ধুর কর্মকাণ্ড দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

৬. ইন্টারনেট ব্যবহারে আমরা কী করতে পারি না, সে শিক্ষা আমাদের পরিবার থেকেই পাওয়া উচিত। নৈতিকতার জ্ঞান এখান থেকেই সে অর্জন করবে।

৭. ফেসবুক থেকে সকল মাধ্যমে বাবা এবং মায়েদের ফ্রেন্ড রাখা উচিত, এবং সকলের প্রোফাইল পাবলিক থাকা উচিত।

৮. ছেলে-মেয়েদের মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৯. ছেলে বা মেয়ে কোনো ভুল করে ফেললেও তাকে কাছে নিয়ে আপন করে আবার নিজেকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

উপরোক্ত দিকগুলো থেকে আরো ভালো অনেক দিক আমাদের জানার বাইরে আছে যা আমাদেরকে খুঁজে নিয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে সকল নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হবে। আমাদের খারাপ দিকগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে যদি আমাদের তরুণদের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য অভিশাপ নয় আশীর্বাদও হবে। সরকারের পক্ষ থেকেও মিডিয়াকে কল্যাণমুখী করতে ভূমিকা রাখতে হবে। ড্রাগ, ফ্রি-সেক্স প্রতিরোধেও সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীর কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে উদ্যোগ নিতে হবে। দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে দেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের সাজে সজ্জিত হয়ে পথ চলতে হবে। সব ধর্মের লোকদেরকে যার যার ধর্মীয় বিশ্বাসের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে কাজ করতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মই নৈতিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মানবতাবোধ, ন্যায়বিচার, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পরের সম্পদে লোভ না করা, অন্যায়কে ঘৃণা করার শিক্ষা দেয়। আমাদের সমাজের এ নৈতিক অবক্ষয়ও কিন্তু আমাদের এ হাতে পাওয়া মাধ্যমগুলো থেকেই হয়েছে। এই অবক্ষয় এখনই ঠেকাতে না পারলে আমরা আর আমাদের যুবসমাজকে পুরোটাই অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া থেকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।❑❑

দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(৪র্থ পর্ব)

চতুর্থ শর্ত : আত্মশুদ্ধি : আত্মশুদ্ধি হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধকরণ করা, যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা।

আত্মাশুদ্ধির আরবী প্রতিশব্দ হলো : تزكيــة النفــس (তাযকিয়াতুন্ নাফস) বা আত্মশুদ্ধি। এটা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত।

تزكية তাযকিয়াতুন এবং نفس নাফসুন।

التزكيــة (তাযকিয়াহ) শব্দের সাধারণত দুটি অর্থ প্রচলিত রয়েছে।

১. পবিত্রতা অর্জন করা বা কোনো কিছুকে পবিত্রকরণ করা। যেমন : বলা হয় যে, زكيت هذا الثوب أي طهرتــه অর্থাৎ আমি এ কাপড়টি পবিত্র করলাম। আর এ শব্দ থেকেই زكاة শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হলো পবিত্র করা।

২. الزيــادة বা বৃদ্ধি করা : যেমন : বলা হয় যে, ذكى المــال إذا نــمى অর্থাৎ- সম্পদ যখন প্রবৃদ্ধি হলো তখন তা বেড়ে গেল। আর এ থেকেই زكاة শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া।[৭৬]

পরিভাষায় تزكية বা আত্মশুদ্ধি হলো -

تطهــير النفــس مــن الأدران والأوســخ وتنميتهــا بزيادتهــا بالأوصاف الحميدة

ময়লা আবর্জনা থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করা এবং প্রশংসিত গুনাবলী বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তা বর্ধিত করা অর্থাৎ : যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম এবং শরীয়াত বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখা এবং সৎ গুনাবলী ধারণ ও লালন করার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা বৃদ্ধি করাকে تزكية বা আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আর এ অর্থের সমর্থনে অনেক আয়াতে কারীমাহ কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে- যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىo وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

সেই সফলতা লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং তার রবের নাম স্মরণ করে অতঃপর সালাত আদায় করে।[৭৭]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا o وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

সে ব্যক্তিই সফল হয়েছে যে নিজেকে পবিত্র করেছে আর সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا যে নিজেকে পবিত্র করেছে সে সফলতা লাভ করেছে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। অর্থাৎ যে আল্লাহর আনুগত্য করবে সে সফলতা লাভ করবে। যেমন : কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে কারীমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্র থেকে নিজেকে পবিত্র করা। আর وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا যে নিজেকে কুলষিত করবে সে ব্যর্থ হবে। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে পাপের ওপর চলমান থাকা।[৭৮]

অর্থাৎ, যে আল্লাহর আনুগত্য করবে সে সফল হবে এবং যে আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করে নাফরমানিতে অবিচল থাকবে সে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য করা এবং মন্দ স্বভাব ও চরিত্র থেকে নিজেকে পবিত্র করার নামই হলো تزكيــة النفــس (তাযকিয়াতুল নাফস) বা আত্মশুদ্ধি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মশুদ্ধি এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তি জীবনে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অপরিহার্য। আর ব্যক্তি যদি দ্বীনের দা-ঈ হন তাহলে তো আত্মশুদ্ধি ব্যতীত দীনের দাঈ হওয়া কল্পনা করাও অন্যায়। কারণ কলুষিত অন্তর কেবল আত্মকলহ ছাড়া কিছুই দিতে পারে না, বিধায় দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আত্মশুদ্ধি একটি আবশ্যকীয় বিষয় দাওয়াতে দীনের অন্যতম শর্ত।

---

* *মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।*

[৭৬] *লিসানুল আরব- ১৪/৩৫৮ পৃ.*

[৭৭] *সূরা আল-আ'লা আয়াত : ১৪-১৫*

[৭৮] *ইবনে কাসীর- ৮/৪১২ পৃ:*

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দাঈ ইলাল্লাহ নাবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আত্মার পরিশুদ্ধতা কামনা করতেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত :

أنها فقدت النبى ﷺ من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول : رب اعط نفسى تقواها، زكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها.

একদা তিনি নাবী ﷺ-কে বিছানায় পেলেন না, খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তিনি নাবী ﷺ-কে সিজদারত অবস্থায় পেলেন। এ অবস্থায় নাবী ﷺ বলতেছিলেন : হে রব আপনি আমার আত্মার পরহেজগারিতা দান করুন এবং আত্মার পরিশুদ্ধতা দান করুন। আপনি আত্মার উত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনি তার অভিভাবক।[৭৯]

সুতরাং দীনের দাওয়াহর ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এটা ব্যতীত দীনের দাওয়াহ সফলতার পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভবনাই বেশি।

সতর্কতা : এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অতীব প্রয়োজন, আর তা হলো : একজন দাঈ তার আত্মার পরিশুদ্ধতা ব্যতীত দাওয়াহর কাজে মনোনিবেশ করলে বৃহৎ কোনো দাওয়াতি প্লাটফর্মের ব্যার্থতার পরিমাণ সামান্ন হলেও অপরিশুদ্ধ দাঈর ব্যর্থতা ও ক্ষতি কোনোটাই কম না। কারণ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চতভাবেই বলা যায়।

উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ "

আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামের আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। অতঃপর সে নাড়িভুঁড়ির চতুর্দিকে সে ঘুরতে থাকবে যেমন একটি গাধা তার চাকার চারপাশে ঘুরতে থাকে। অতঃপর জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলতে থাকবে; হে অমুক! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি আমাদের সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে না? অতঃপর সে বলবে আমি তোমাদের সৎ কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু আমি তা করতাম না, আর তোমাদেরকে অসৎকাজ হতে নিষেধ করতাম ঠিকই কিন্তু আমি তা করতাম।[৮০]

সুতরাং তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া দীনের দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

এমনও হতে পারে, সারা জীবন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেও আমলের খাতাটা শূন্যই থেকে যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মার পরিশুদ্ধতা আনয়নের তাওফীক দান করুন।

৫ম শর্ত : সংশোধনের জন্য নসিহাহ প্রদান করা :

দীনের দাওয়াহর ৫ম শর্ত হলো সমঝোতা বা সংশোধনের জন্য মানুষকে নসিহত করা বা উপদেশ দেয়া, অর্থাৎ দীনের সার্থে মানুষের কাছে দীন পৌঁছানোর কিংবা দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্যই উপদেশ প্রদান করতে হবে এবং তা অবশ্যই দুনিয়াবী স্বার্থমুক্ত হতে হবে। কথিত কতিপয় দাঈ রয়েছে যাদের একটি করে দাওয়াতী প্রগ্রামে ঘণ্টাপ্রতি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত বাজেট রয়েছে, সেটা আবার নসিহতের আসনে বসার আগেই পরিশোধ করতে হবে। তবু তারাই নাকি দীনের একনিষ্ঠ দাঈ। এর মাঝে তো আবার এমনও আছে ঘণ্টা চুক্তির ব্যবসা টিকাতে তারা বিভিন্ন ধরনের গান কৌতুক ও জোকারির পথও বেছে নিয়েছেন। এরপরও তারাই নাকি দীনের প্রকৃত দাঈ। অর্থাৎ এ সকল কথিত দাঈ নসীহাহ শব্দের সঠিক অর্থ বোঝেন কি-না, তা নিয়েই জোরালো সন্দেহ থেকে যায়, কারণ নসীহাহ শব্দটি আরবী النصح আন-নাসহু বা النصيحة আন-নাসীহাতু শব্দ থেকে এসেছে।

বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

النصح : نصح الشيئ أى خلص الشيئ.

[৭৯] *মুসনাদ আহমাদ হা : ২৫৭৫৭, সহীহ মুসলিম হা : ২৭২২, সুনান আল-কুবরা হা : ৭৮১৫*

[৮০] *সহীহ বুখারী হা : ৩২৬৭*

কোনো বিষয়ে নসীহাহ দেওয়ার অর্থ হলো কোনো বিষয়ের খুলুসিয়্যাত বা একনিষ্ঠতা কিংবা কোনো কিছুর খাঁটিত্ব প্রকাশ করা। যেমন : বলা যায়-

نصحت له نصيحتي نصوحا أى أخلصت له إخلاصي.

আমি তাকে আমার নাসীহাহ দিলাম। এর অর্থ হলো : আমি তার জন্য আমার ইখলাসকে একনিষ্ঠ করলাম।

ইবনুল আছির (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : **أصل النصح الخلوص** নসীহাতের মূল হলো ইখলাস।[৮১]

সুতরাং ইখলাসবিহীন কোনো উপদেশ দীনি নসীহাহ বলে বিবেচিত নয়। আবার মুখলিসবিহীন কেউ দীনের দাঈ হওয়ার যোগ্যও নয়। তামীম দা-রি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال " الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

নাবী (ﷺ) বলেছেন : নসীহা বা উপদেশ দীন। আমরা বললাম : কার জন্য এ উপদেশ? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম শাসক ও জনগণের জন্য।[৮২]

আলোচ্য হাদীসে দীনের দাওয়াহ ও দাঈ এবং দাওয়াহর বিষয়বস্তু অতি অল্প কথায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং **النصيحة** (আন-নাসীহাহ) শব্দের প্রয়োগিক ভিন্নতাও উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের শুরুতেই নাবী (ﷺ) বলছেন, **الدين النصيحة** অর্থাৎ, উপদেশই দীন। এ বাক্যটা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এতে ইসলামের সমগ্র বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : এ বাক্যটির অর্থ হলো : **عماد الدين و قوامه النصيحة**: অর্থাৎ, দীনের খুঁটি ও মূল ভিত্তি হলো নসীহা বা উপদেশ। যেমন : নাবী (ﷺ)-এর কথা 'আরাফায় অবস্থানই হজ,।[৮৩]

অর্থাৎ, হজ্জের মূল ভিত্তি যেমন আরাফায় অবস্থান করা ঠিক তেমই দীনের মূল ভিত্তি হলো উপদেশ প্রদান করা। এরপর নাবী (ﷺ) দীনের নসীহাহ বা উপদেশ প্রদানের স্তর ও রূপরেখা প্রণয়ন করলেন।

[৮১] *লিসানুল আরব- ২/৬১৫-৬১৬ পৃ*
[৮২] *সহীহ মুসলিম হা : ৫৫*
[৮৩] *তিরমিযী হা : ৮৮৯, সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবী- ২/৩৫ পৃ*

১. النصيحة لله تعالى আল্লাহর জন্য নসীহা প্রদান : মূলত আল্লাহ তা'আলা উপদেশের মুখাপেক্ষি নন। বিধায় আল্লাহর জন্য নসীহা বা উপদেশ দ্বারা সাধারণ উপদেশ উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে আল্লাহর আনুগত্য করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইমাম খাত্তাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)সহ একাধিক ওলামায়ে কিরাম বলেছেন :

أما النَّصِيحَة لله تَعَالَى: فمعناها يرجع إِلَى الْإِيمَان بِهِ، وَنفي الشّرك عَنهُ، وَترك الْإِلْحَاد فِي صِفَاته، وَوَصفه بِصِفَات الْجَلَال والكمال، وتنزيهه تَعَالَى عَن النقائص، وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ وَاجْتنَاب مَعْصِيَته، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عَصَاهُ، وَالِاعْتِرَاف بنعمته وشكره عَلَيْهَا وَالْإِخْلَاص فِي جَمِيع الْأُمُور .

আল্লাহর জন্য নসীহা-এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার সঙ্গে সকল প্রকার অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করা, তার গুনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস পরিত্যাগ করা এবং তার সমস্ত গুনাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সকল সংকীর্ণতা দূর করে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা, তার আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নাফরমানী পরিত্যগ করা, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ও তার জন্যই কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া, যে তার আনুগত্য করে তার প্রতি বন্ধুত্ব রাখা এবং যে তার নাফরমানী করে তার প্রতি শত্রুতা রাখা যে তার প্রতি কুফরি করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাঁর দেয়া নেয়ামত স্বীকার করা ও নেয়ামত পাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং সকল কর্মে একনিষ্ঠতা বজায় রাখা।[৮৪]

উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যে হক বান্দার ওপর রয়েছে তা পুর্ণরূপে আদাই করাই হলো আল্লাহর জন্য নসীহা বা উপদেশ, কারণ প্রকৃতপক্ষে সকল উপদেশদাতার উপদেশ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তার আনুগত্য করাই হলো আল্লাহর জন্য নসীহা, যা দীনের প্রথম ও মৌলিক স্তর। .....চলবে ইনশা-আল্লাহ

[৮৪] *সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবী-২/৩৫ পৃ.*

সুন্নীদের গুরু আহমাদ রেজা খানের ইতিহাস

সাইদুর রহমান*

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা নামে মুসলিম আর কর্মে শিরক ও বিদআত সম্পাদনকারী কিছু লোকের খোঁজে ছিল। কারণ ইংরেজরা ভালো করেই জানে, মুসলিম জাতি হলো বীরের জাতি। তারা যদি একতাবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে কখনোই তাদের অন্তরে বোনা ভারত শাসনের রঙ্গীন স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে ধরা দেবে না। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত দুজন ব্যক্তিকে অবশেষে পেয়ে গেল। একজন হলো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও অপরজন হলো আহমাদ রেজা খান। এদুজন ব্যক্তির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা দুজন মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করে। একজন নিজেকে নবী দাবি করে, আর আরেকজন অলী-আওলীয়া ও নবী ﷺ-কে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। আজ পাঠক সমীপে আহমাদ রেজা খানকে নিয়ে কিছু কথা লিখব। আমি আশাবাদী, অবশ্যই অনুসন্ধিৎস পাঠক উপকৃত হবেন ইনশা আল্লাহ। তো চলুন শুরু করি রেজা খান যাত্রা। আর হ্যাঁ, সুন্নীরা আহমাদ রেজা খানকে আলা হযরত নামেও ডাকে।

জন্ম : আহমাদ রেজা খান ১৮৬৫ সালের ১৪ জুন ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম হয় এক সাহিত্যমনা পরিবারে। তার বাবা নকী আলী ও তার দাদা রেজা আলী হানাফী মাজহাবের আলেম ছিলেন। তার মা তার নাম রাখেন আমান মিয়া। তার বাবা তার নাম রাখেন আহমাদ মিয়া। তার দাদা তার নাম রাখেন আহমাদ রেজা। কিন্তু সে সবার নাম উপেক্ষা করে নিজের নাম দেয় আব্দুল মুস্তফা।[৮৫]

তার স্বভাব: সে ছিল বদমেজাজি, রাগী। তার মুখের ভাষা ছিল নেহায়েত নোংরা। সে তার বিরোধী লোকদের গালাগালি করতো। যেমন : সে তার বিরোধীদের বলতো, 'শয়তান, অভিশপ্ত, দেওবন্দীদের ও গাইরে মুকাল্লীদদের জাহান্নামের কুকুর বলতো। ইবলীসের ভেড়া, দাজ্জালের গাধা, মুনাফিক, ওয়াহাবী, নজদী ইত্যাদি। শাহ ইসমাইল শহীদ সম্পর্কে সে বলতো, 'বিদ্রোহী, শয়তান, অভিশপ্ত ও সম্মানহীন লোক।'[৮৬]

সে আরো বলতো, 'ওয়াহাবীদের সাথে ওঠাবসা, চলা ফেরা করা যাবে না। বিবাহ-শাদি দেয়া যাবে না। তাদের মসজিদে টাকা দেয়া জায়েয নেই।' সে মুসলিমদের ঢালাওভাবে কাফের বলতো। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও আল্লামা ইকবালকে সে কাফের বলে।[৮৭]

প্রিয় পাঠক, বর্তমানেও আপনি দেখতে পাবেন তার অনুসারী সুন্নীরা আহলে হাদীস ও দেওবন্দীদের কাফের, ওয়াহাবী নজদী বলে থাকে। তারা আরো বলে যে, ওয়াহাবীদের পেছনে সালাত বিশুদ্ধ হবে না, তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া বা তাদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয হবে না। আমার কথা যাচাই করার জন্য ইউটিউবে সার্চ দিয়ে তাদের বক্তাদের গালিগালাজ একটু শুনুন। আপনি দেখতে পাবেন আহমাদ রেজা খানের সাথে তাদের কত মিল! সে যেমন হকপন্থী আলেমদের গালিগালাজ করতো বর্তমানে তার অনুসারীরাও গালিগালাজ করে। আল্লাহর কাছে এই কাজ থেকে আশ্রয় চাই।

তার শিক্ষক : তার শিক্ষক ছিল মির্জা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ। রেজা খানের বাবা ও দাদা হানাফি মাযহাবের আলেম হলেও তার বিরোধীরা বলছেন, 'তারা শিয়া মতাদর্শী ছিল।' তবে একটা কথা নিশ্চিত বলতে পারি, রেজা খান অবশ্যই শিয়াদের আদর্শ লালন করতো। যার প্রমাণ মিলে তার বইপুস্তক থেকে। তার অনুসারীদের মাঝে বর্তমানে শিয়াপ্রীতি বিদ্যমান। মাথায় শিয়াদের মতো

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৮৫] ২৮ পৃঃ বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস

[৮৬] ৩১ পৃ. বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস

[৮৭] ১৯ পৃ. বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস

টুপি, গায়ে শিয়াদের মতো কাপড়, হাসান, হোসাইন (হুমা)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ইয়াজিদকে গালমন্দ করা। নিজেদের ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বংশধর দাবি করা, আরো কত কি! ভালো করে অবলোকন করুন তাহলেই শিয়াদের আদর্শ যে তাদের মাঝে রয়েছে তা প্রতিভাত হয়ে যাবে।

তার আয়ের উৎস : তার ভক্তরা অতিরঞ্জন করে বলে, তার নাকি তালাবদ্ধ সিন্দুক ছিল, সেখান থেকে সে টাকা পয়সা, অলঙ্কার, গহনা, কাপড়-চোপড় যা ইচ্ছে বের করতো। আসলে বিষয়টা তা নয়। আসল ঘটনা হলো সে ছিল ব্রিটিশদের দালাল। তারা তাঁকে সহযোগিতা করতো। আরো একটা কথা হলো তার সম্পত্তি ছিল দান ও মানুষের আমানত। মানুষ তাকে জ্ঞানী মনে করে আমানত রাখতো আর সে এগুলো ভোগ করতো।[৮৮]

তার অভ্যাস : সে সদাসর্বদা পান চিবাতো। সে এতোই পান চিবানোতে অভ্যস্ত ছিল, যে ইফতারের পরই সে পান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতো। সে হুক্কা ভীষণ পছন্দ করতো। হুক্কা পানের সময় সে বিসমিল্লাহ বলতো না। যেন শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে। তার আরো অভ্যাস ছিল মানুষের পদচুম্বন করা। কেউ হজ করে ফিরে আসলে সে তার পদচুম্বন করতো।[৮৯]

বর্তমানে তার অনুসারীরাও কদমবুসী করাকে খুব ভালো কাজ মনে করে।

তার বাচনভঙ্গি : সে অনর্থক ও অর্থহীন শব্দ বেশি ব্যবহার করতো। এর দ্বারা সে নিজেকে জ্ঞানী বুঝাতে চাইতো। কারণ ওইসময় নিয়ম ছিল, যে যত জ্ঞানী তার ভাষা তত দুর্বোধ্য। সে তার বিরোধীদের ব্যাপারে কঠিন শব্দ ব্যবহার করতো। কুকুর, শুকর, লম্পট আরো কত কি!

তার রচিত বই : তার ভক্তরা অতিরঞ্জন করে বলে, সে ২০০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে ৩৫০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৪৪০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৫০০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৬০০-এর অধিক বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, দশ হাজারের অধিক বই লিখেছে। কিন্তু আসল কথা হলো তার রচিত বই ১০-এর অধিক নয়।[৯০]

জিহাদের বিরোধিতা ও ইংরেজদের সমর্থন : তদানীন্তন সময়ে যারাই জিহাদের কথা বলতো সে তাদের ওয়াহাবী, নজদী, কাফের বলতো। রেজা খান ব্রিটিশদের বাছাইকৃত লোকদের মাঝে শীর্ষে ছিল।[৯১]

সে ওইসময় জিহাদ করা যাবে না বলে ফতোয়া দেয়। ভারতকে দারুল হারবের পরিবর্তে দারুল ইসলাম বলে। অথচ সব আলেম দারুল হারব বলেন। সে এ বিষয়ে চটি বই লেখে। এর নাম দেয়,

إعلام الإعلام بأن هندوستان دار الإسلام.

(ইলামুল ইলাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম)

এই বইয়ে সে ওয়াহাবীদের কাফের মুরতাদ আখ্যা দেয়। আরো লেখে তাদের ক্ষমা করা যাবে না। তাদের পেছনে সালাত হবে না, তাদের জবাই করা পশু খাওয়া যাবে না, তাদের সাথে সামাজিক আচরণ চলবে না, তাদের একঘরে করে রাখতে হবে। তাদের নারীদের দাসী বানানো উচিত।[৯২]

সে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। সে বলে, 'জিহাদ ভারতে ফরজ নয়।' জিহাদ থেকে মানুষকে ফিরানোর লক্ষ্যে বলতো,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকো। তোমরা সঠিক পথে থাকলে তোমাদের কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তোমরা যা করেছ সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।[৯৩]

[৮৮] *পৃ. ৪৬, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৮৯] *পৃ. ৪৭, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯০] *পৃ. ৫০ বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯১] *পৃ. ৫১ বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯২] *পৃ. ৫৪ বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯৩] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ১০৫*

ওই সময় ভারতীয় আলেমরা তুর্কি খেলাফাত পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চাইলে সে বলে, 'ফিরানোর প্রয়োজন নেই। কারণ খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত। আর তুর্কিরা কুরাইশী নয়।'[৯৪]

ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের পর থেকে আলেমদের ফাঁসি ও কারাবদ্ধ শুরু করে এবং নানা নির্যাতন করে তাদের জীবন বিষিয়ে তোলে। তারা আলেম ও সাধারণ মিলে ১ লাখ মানুষকে হত্যা করে। আর ওই সময় সে দিব্যি আয়েশ করে চলছিল। তাকে ব্রিটিশরা কিছুই বলছিল না। যে সকল আলেম কারাবদ্ধ হন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ।[৯৫]

ব্রিটিশ সাংবাদিক ফ্রান্সিস রবিনস বলেন, 'রেজা খান ব্রিটিশদের সমর্থক ছিল। ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনের সময় সে ব্রিটিশদের একজন মদদদাতা ছিল। ওই সময় সে তার অনুসারীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করে, যারা সবাই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিল।[৯৬]

রেজা খান এতটাই ইংরেজপ্রেমিক ছিল, যার দরুন তার অনেক ভক্ত তাকে ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা কিছু হলেও বুঝতো।[৯৭]

সুতরাং আমরা হলফ করে বলতে পারি যে, সে ইংরেজদের দালাল ছিল। কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো তার ভক্তরা তার বিষয়টা ঢাঁকার জন্য হকপন্থী আলেমদের ইংরেজদের দালাল বলে থাকে। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাঁকার অপচেষ্টা। সে যদি ইংরেজদের দালাল না হতো তাহলে কীভাবে এতো আয়েশ করে চলে?

তার বিশেষ কিছু আকীদা :

পীর অলী-আওলীয়াদের ভক্তি করে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আবদুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে অতি ভক্তি করে আল্লাহর চেয়ে বড় বানিয়ে দিয়েছে। তার নাম দিয়েছে গাওছুল আযম (মহান সাহায্যকারী) রাসূল ﷺ হলেন নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন, তিনি তার উম্মতের আমলের খবর রাখেন, তিনি হাজির নাজির, তিনি পৃথিবী থেকে মত্যুবরণ করেননি, বরং তিনি জীবিত। তার অসিলায় দু'আ করা, রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-জমিন সৃষ্টি করা হতো না। অথচ রাসূল ﷺ তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

" لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ".

তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[৯৮]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ﴾

হে মানবসকল! দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাক। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।[৯৯]

" أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

নবী ﷺ বলেন, 'সাবধান! চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন।[১০০]

মিলাদ মাহফিল করা, কবর পূজা করা, মাজার পূজা, পীরের পায়ে সাজদা করা আরো অসংখ্য তার শিরকী আকীদা রয়েছে। আমরা আশ্চর্য হই আহমাদ রেজা খানের আগে কত বিদ্বান গত হয়েছেন, কত বই-পুস্তক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না যে, নবী ﷺ গায়েব জানতেন, তিনি নূরের তৈরি, তিনি হাজির নাজির। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারী লিখেছেন, সেখানে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন! কই তিনি তো আলোচনা করেননি

[৯৪] *পৃ. ৫৬, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯৫] *পৃ. ৫২, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯৬] *পৃ. ৫৮, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*
[৯৭] *পৃ. ৬০, বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস*

[৯৮] *সহীহ বুখারী হা : ৩৪৪৫*
[৯৯] *ইবনু মাজাহ হা : ৩০২৯*
[১০০] *আবু দাউদ হা : ৪৬০৮*

রাসূল ﷺ গায়েব জানতেন বা তিনি নূরের তৈরি, তিনি হাজির নাজির। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ)সহ আরো কত বড় বড় বিদ্বান গত হয়েছেন, কেউ তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করেননি। সর্ব প্রথম সে-ই মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার মানসে ও ইংরেজদের হীন উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য এই অনর্থক বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় তোলে। প্রিয় পাঠককে আমি বলবো, রাসূল ﷺ নূরের তৈরি এটা বললে কি আপনার সাওয়াব হবে? হবে না। তাহলে কেন এই অনর্থক বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করেছে? অবশ্যই এর পেছনে কোনো রহস্য লুকায়িত আছে। আমরা হলফ করে বলতে পারি ইংরেজদের উদ্দেশ্য পুরা করার জন্যই সে এগুলো করেছে। আপনি তাদের বক্তাদের দেখবেন এই আকীদা বিশ্বাসগুলোই তারা ওয়াজ মাহফিলে বলে বেড়ায়। আর জনতার মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাদের মতের বিরোধী আলেমদের গালিগালাজ করাই যেন তাদের ইবাদত। আর তারা গালি দিবে না কেন! তাদের গুরু আহমাদ রেজা খানই তো গালাগালি করতো। একটা হাদীস আছে,

" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ "

জারজ সন্তান তিন নাম্বার দুষ্টু।[১০১]

এ হাদীসটা বলা হয় তখন, যখন দুষ্টু পিতার সন্তান তার থেকে বেশি দুষ্টু হয়। আহমাদ রেজা খান আলেমদের কুকুর, শুকর, লম্পট, হীন লোক, কাফের বলতো। কিন্তু সে জারজ সন্তান বলতো না। তার অনুসারীরা বর্তমানে একধাপ এগিয়ে। তারা বলে, ওয়াহাবীরা জারজ সন্তান। আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়াত দান করুন আমীন।

তার মৃত্যু : ১৯২১ সালে ৬৮ বয়সে সে মৃত্যুবরণ করে।

তার মৃত্যু সম্পর্কেও আজগুবি কিছু কথা আছে। যেমন বলা হয় তার লাশ বহন করে ফেরেশতাদের একটি দল। তার কবর থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। আরো কত কী! এক কথায় যদি বলি, তার সম্পর্কে তার ভক্তরা যা বলে সবই মিথ্যা।

[১০১] *আবু দাউদ হা : ৩৯৬৩*

বর্তমানে তার মতাদর্শী কিছু বক্তা :

প্রথমে একটু কথা বলে নেই। অনেক পাঠক আছেন বলবেন, আপনি কেন তাদের নাম উল্লেখ করে গীবত করলেন? তাদের উদ্দেশ্যে হাদীস, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, 'সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্টু সন্তান।' এরপর সে যখন এসে বললো, তখন নবী ﷺ আনন্দ সহকারে তার সাথে মেলামেশা করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার ব্যাপারে এমন বললেন, পরে তার সাথে আপনি আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি কখন আমাকে অশালীন দেখেছো? কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার দুষ্টামির কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে।[১০২]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের আলোকে বলেন, বিদআত প্রচারকারীদের গীবত করা জায়েয।[১০৩]

ইমাম বুখারী জালেম, ফাসেক, মুজাহির (যারা পাপ করে মানুষের কাছে বলে বেড়ায়) ও বিদআতিদের গীবাত বা সমালোচনা করা যাবে এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন।[১০৪]

তার মতাদর্শীদের শীর্ষে আছে এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী, কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহী, আলাউদ্দিন জিহাদী, হাসানুর রহমান নকশবন্দী, গিয়াস উদ্দিন তাহেরী, সুফিয়ান কাদেরী, হাসান আজহারী, মোকাররম বারী, সাইফুল আজম আজহারী, আশরাফুজ্জামান কাদেরী, মিসবাহুর রহমান ও ওলিউল্লাহ আশেকী প্রমুখ। তারা আহমাদ রেজা খানের মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়াতে দান করুন এবং তাদের ভ্রষ্টতা থেকে জাতিকে হেফাজত রাখুন আমীন। ..... ❑❑

[১০২] *সহীহ বুখারী হা : ৬০৩২*
[১০৩] *ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড পৃ. ৪৮৫ হা : ৬০৩২*
[১০৪] *ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড পৃ. ৫০৭ হা : ৬০৫৪*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

ইসলামে শিশু প্রতিপালনে প্রায়োগিক কয়েকটি ক্ষেত্র*

তাওহীদ বিন হেলাল**

আদর্শবান, সৎ ও যোগ্য আগামীর প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম শিশু প্রতিপালনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। কারণ শিশুরাই সমাজের মূল ভিত্তি এবং তাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন বড়দের জিজ্ঞাসা করা হবে। শিশু লালন-পালনকারীর জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান আবার সন্তান সৎ হলে তার দু'আর কারণে মিযানের পাল্লায় অব্যাহতভাবে নেকি বৃদ্ধি হতে থাকে। অতএব প্রত্যেক পিতা-মাতার ও প্রতিপালনকারীর উচিৎ সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্ব দেওয়া।

- ◈ শিশুকে সম্মান প্রদর্শন
- ◈ শিশুর ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন
- ◈ শিশুর চরিত্র গঠন
- ◈ শিশুর প্রতি মায়া ও কোমলতা প্রকাশে গুরুত্ব প্রদান
- ◈ শিশুর আক্বীদা-বিশ্বাস গঠন
- ◈ শিশুর শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের উপকরণসমূহ

স্মর্তব্য যে, ইসলাম শিশু প্রতিপালনে এ সমস্ত বিষয় ব্যতীত অন্য অনেক বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে তবে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এ আলোচনার মৌলিক বিষয়সমূহ উল্লেখ করব যা বিশুদ্ধরূপে ইসলামে শিশু প্রতিপালন বুঝতে, অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

১. শিশুকে সম্মান প্রদর্শন :

আল্লাহর নবী ﷺ প্রথমেই একটা সুন্দর ও অর্থবহ নাম নির্ধারণ করার মাধ্যমে শিশুকে সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো অপরিচিত, দুর্বোধ্য ও মন্দ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন রাসূল ﷺ বলেছেন,

تسمَّوا بأسماءِ الأنبياءِ وأحبُّ الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ وأصدقُها حارثٌ وهمامٌ وأقبحُها حربٌ ومُرةٌ.

'তোমরা নবীদের নাম রাখ, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। আর নামের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী হল হারেছ ও হাম্মাম এবং ঘৃণিত নাম হল হারব ও মুররাহ।'[১০৫]

আবার সম্মানের সহিত সন্তানকে যথোপযুক্ত লালনপালনের জন্য বিয়ের পূর্বে একজন দ্বীনদার সৎ স্ত্রী নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বাচ্চাদের অবহেলা ও অপমান করতে নিষেধ করেছে।

শিশুকে সম্মান প্রদর্শনের যথাযথ সম্মান পেয়ে শিশু বড় হলে অন্যদের সম্মান করতে শিখবে।

২. শিশুর ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন :

৪টি মৌলিক উপাদানের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। তা হল:

২.১. শরীর: শিশুর শারীরিক গড়ন ও গঠন স্বাভাবিক রাখার প্রতি ইসলাম অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণ দুই বছর তাকে দুধ পান করানোর বিধান রেখেছে। যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

২.২. বিবেক: শিশুর বিবেক বুদ্ধি বিকাশে ইসলাম বুদ্ধিদীপ্ত স্থানগুলোতে বাচ্চাদের বড়দের সংস্পর্শে থাকার বৈধতা দিয়েছে। বাবা তাঁর ছোটো-ছোটো সন্তানদেরকে বিনা সংকোচে মসজিদে নিয়ে যেতে পারবে। এমন অসংখ্য সুযোগ আছে যা শিশুদের বুদ্ধিমান হয়ে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে।

২.৩. মন ও মনন: ইসলাম বাচ্চাদের আবেগ-অনুভূতি, মন-মানসিকতা ও মননশীলতার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমার্জন-পরিশোধনের শিক্ষা দিতে পিতামাতাকে নির্দেশ দিয়েছে। হাদীসে রাগ না করতে বলা আছে। বাবা-মা শিশু মনে গেঁথে দিবে বেশি রাগ ভাল না। এভাবে হাদীসে বর্ণিত মনোজগত সংক্রান্ত সব বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিবে।

---

* *https://www.eshraka-academy.com এ প্রকাশিত "فن تربية الأطفال في الإسلام" শিরোনামের প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।*

** *দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১০৫] *সুনানে আবু দাউদ হা : ৪৯৫০, হাসান হাদীস*

২.৪. আত্মিক : আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ব্যতীত ইসলামের ইলাহী ইশকের স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তাই শিশুর আত্মার পরিচর্যায় বিশেষ এক গুরুত্ব দিতে হবে। শৈশবেই আল্লাহর পরিচয় শিক্ষা দিতে হবে, প্রভুর আনুগত্যের সুফলের সুন্দর ঘটনা তাকে শোনাতে হবে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কঠিন পরিণামের বাস্তব কিসসা-কাহিনী যা সে অনুধাবন করতে পারবে তা বর্ণনা করতে হবে।

৩. শিশুর চরিত্র গঠন :

উৎকৃষ্ট চরিত্র একদিনে গঠিত হয় না বরং সময়, ধৈর্য, প্রচেষ্টা ও বিশাল সাধনার মাধ্যমে তা রপ্ত হয়। এ জন্য বাচ্চাদের কোমল হৃদয়ে উত্তম চরিত্রের বীজ রোপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা পরিণত বয়সে বড় এক মহীরুহে রূপান্তর হয়ে ডাল-পালা মেলবে। উত্তম আদবের সংমিশ্রণে হয় উত্তম চরিত্র। হাদীসে এসেছে, 'রাসূল ﷺ বলেছেন,

ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن.

'সন্তানের জন্য বাবার পক্ষ থেকে উত্তম আদব অপেক্ষা বড় কোনো উপহার নেই।'[১০৬]

ইসলামে প্রতিটি কাজেরই নির্দিষ্ট আদব রয়েছে। কথা বলার আদব, ঘুমের আদব, খাবারের আদব, বাড়িতে প্রবেশের আদব ও ঘর থেকে বের হওয়ার আদব ইত্যাদি এসব ছোট বয়সে পিতা-মাতা তার সন্তানকে শিক্ষা দিবে আর এগুলো আয়ত্ত করেই একসময় প্রতিটি শিশুই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে।

৪. শিশুর প্রতি মায়া ও কোমলতা প্রকাশে গুরুত্ব প্রদান :

হাসান-হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে রাসূল ﷺ বৎসলতাপূর্ণ আচরণ করতেন তাতে আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার আছে।

অসংখ্য হাদীসে শিশুদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালবাসা, মায়া-মমতা ও তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায়। উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انـهُ كانَ يَأْخُـذُهُ والحَـسَنَ ويقـولُ: اللَّهُـمَّ إنِّي أُحِبُّهُمـا فأحِبَّهُما.

'রাসূল ﷺ আমাকে ও হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ধরে বললেন হে আল্লাহ! আমি এই দু'জনকে ভালোবাসি তুমিও তাদের ভালোবাস।'[১০৭]

[১০৬] *তিরমিযী হা :১৯৫২, গারীব হাদীস*

সহীহ মুসলিমে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما رَأَيْتُ أَحَدًا كانَ أَرْحَمَ بالعِيَالِ مِن رَسولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ،

আল্লাহর শপথ পরিবার-পরিজনের প্রতি রাসূল ﷺ-এর চেয়ে অধিক দয়াশীল কাউকে দেখিনি।[১০৮]

আরেকটি হাদীসে উমায়র নামক ছোট বাচ্চার চড়ুই পাখির মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ তার অনুভূতির প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তা ফুটে উঠেছে।[১০৯]

এ সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীস ও ঘটনা শিশুদের অনুভূতি ও মানসিক অবস্থার প্রতি আমাদের বিশেষ এক গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

৫. শিশুর আক্বীদা-বিশ্বাস গঠন :

শিশুদের বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা না দিলে আল্লাহর কাছে পিতা-মাতাকে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আক্বীদার ওপরই নির্ভর করে ব্যক্তির জান্নাত-জাহান্নাম ও ইহকালীন-পরকালীন ক্ষতি এবং সফলতা। শিশুর বিশুদ্ধ আক্বীদাহ গঠনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

৫.১. শৈশবে তাওহীদ শিক্ষা দিবে।

৫.২. শিশুর মনে আল্লাহ, নবী ও সাহাবীদের ভালবাসা গেঁথে দিবে।

৫.৩. বাচ্চাদের দ্বীনি প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে এমন গল্প শুনাবে।

৫.৪. ছোট আবস্থায় কুরআন মুখস্থ করানোর চেষ্টা করবে।

৫.৫. শিশুদের কুরআনের অর্থ শোনাবে।

৫.৬. সোনামণিদের ইবাদতের প্রশিক্ষণ দেবে।

৫.৭. ছোট সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যাবে।

৫.৮. দ্বীনি আলোচনার হালাকায় ছোটদের বসাবে।

ইত্যাদি পদক্ষেপ শিশুদের আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবে।

৬. শিশু প্রতিপালনের মাধ্যমসমূহ :

কোমলমতি শিশুদের প্রতিপালনে নির্দিষ্ট কিছু পথ-পন্থা ও উপায় অবলম্বন করতে হবে যা কুরআন, হাদীস এবং নবী

[১০৭] *সহীহুল বুখারী হা : ৩৭৪৭*
[১০৮] *সহীহ মুসলিম হা : ২৩১৬*
[১০৯] *সহীহ বুখারী হা : ৪৯৭১ সহীহ মুসলিম হা : ২১৫০*

ﷺ এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। নিম্নে কয়েকটি উপকরণের বিবরণ দেওয়া হল।

৬.১. উত্তম আদর্শ : শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। অতএব তাদের সম্মুখে উত্তম আদর্শের পরিপন্থী কোনো আচরণ প্রকাশ করা যাবে না। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন,

"من قال لصبي: تعال هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة"

'যে কোনো শিশুকে বলবে, এখানে এসো কিছু দিব তোমাকে, অতঃপর কোনো কিছু দেয় না তাহলে সে মিথ্যাবাদী।'[১১০]

৬.২. সন্তানদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা : একাধিক সন্তান থাকলে পিতা-মাতার ওপর আবশ্যক সবার মাঝে সমতা বিধান করা ও ইনসাফ বজায় রাখা। আল্লাহর নাবী ﷺও এমনটা আদেশ দিয়েছেন।

নু'মান বিন বাশীর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: «أكل ولدك نحلت مثله»، قال: لا، قال: «فارجعه

'তার পিতা রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলেন, আমি আমার গোলামকে এই ছেলেটিকে দান করেছি তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানদের এমন দান করেছ? আমার পিতা জবাব দিলেন, না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এই দান তুমি ফিরিয়ে নাও।'[১১১]

উল্লিখিত হাদীস স্পষ্ট করছে, সন্তানদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখতে হবে।

৬.৩. সন্তানদের জন্য দু'আ করা : সন্তান প্রতিপালনের মৌলিক উপাদানসমূহের অন্যতম হল সন্তানের মঙ্গলের দু'আ করা। কারণ সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ সর্বদা কবুল হয়ে থাকে। নবী ﷺ বলেন,

لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم.

'তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য, সন্তানদের জন্য, গোলামদের জন্য এবং সহায়সম্পদের জন্য বদদোয়া কর না।'[১১২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশু ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর জন্য দু'আ করেছিলেন "اللهم علمه الكتاب" অর্থাৎ হে আল্লাহে, তাকে কিতাব শিক্ষা দিন।[১১৩]

৬.৪. সন্তানদের বৈধ খেলনাসামগ্রী কিনে দেওয়া : এটার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল রাসূল (ﷺ); তিনি ছোট বয়সে আয়েশা رضي الله عنها-কে খেলনা দিয়ে খেলতে দেখেও ধমক না দিয়ে বরং প্রমোদবাক্য বিনিময়ে তাঁর সাথে হাসাহাসি করেছিলেন।

৬.৫. শিশুদের বেশি বেশি তিরস্কার, নিন্দা ও ভর্ৎসনা না করা : রাসূল ﷺ কখনো তাঁর কোনো খাদেমকে বা কোনো শিশুকে তিরস্কার করতেন না। আনাস رضي الله عنه রাসূল ﷺ এর একাধারে ১০ বছর খেদমত করেছেন। তিনি এই ১০ বছরে রাসূল ﷺ এর আচরণ প্রসঙ্গে বলেন :

خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف، ولا لم صنعت، ولا ألا صنعت.

'রাসূল ﷺ আমাকে উফ শব্দটুকু বলেননি এবং কখনো আমার করা কোনো কাজের জন্য আমাকে বলেননি তুমি কেন এমনটি করেছ অথবা তুমি কেন এমনটি করনি?'[১১৪]

উক্ত হাদীস থেকে বড় একটি শিক্ষা হল শিশুর দোষ গোপন করে ভাল আচরণের মাধ্যমে তাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা।

ইসলামে শিশু প্রতিপালন বিষয়টি বৃহৎ ও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিষয়টির স্বরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঠ শেষে শিশু প্রতিপালনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন হবে, ইনশা আল্লাহ।

অতএব, পরিশেষে আহ্বান হল, মুসলিম পিতা-মাতা ইসলামী পরিবেশে শিশুদের সুন্দর ও সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিপালনের জন্য এ বিষয় নিয়ে লেখা বিস্তারিত ও গ্রহণযোগ্য বই সংগ্রহ করে নিয়মিত অধ্যয়ন করবে এবং সে অনুযায়ী শিশু প্রতিপালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন।..❑❑

---

[১১০] *মুসনাদে আহমদ হা : ৯৮৩৬, সনদ সহীহ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীস সহীহ*

[১১১] *সহীহ বুখারী হা : ২৫৮৬*

[১১২] *সুনানে আবু দাউদ হা : ১৫৩২, সহীহ*

[১১৩] *সহীহ বুখারী হা : ৭৫*

[১১৪] *সহীহ বুখারী: ৬০৩৮*

সুদ

ফযীলাতুশ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন *
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব*

[২য় পর্ব]

অনুরূপ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, *সহীহ মুসলিমে (৩/১২১৩)* ফাদ্বালাহ বিন উবাইদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ খায়বরে অবস্থানকালে তাঁর নিকট গনীমতের একটা হার উপস্থিত করা হয়। সেটাতে পুতি ও স্বর্ণ লাগানো ছিলো। হারটি বিক্রি হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হারের সাথে লাগানো স্বর্ণের ব্যাপারে আদেশ দান করেন। অতঃপর তা তুলে আলাদা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওযনে বিক্রি করতে হবে।[১১৫]

সহীহ মুসলিমে (১২১৩) একই সাহাবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে :

আমরা খায়বার বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম এবং ইয়াহুদীদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম।

আমরা তাদের থেকে দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে এক উকিয়া সোনা কিনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করবে না দাড়ি-পাল্লার উভয় দিক ওজনে সমান না হলে।[১১৬]

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর কাছে খেজুর আনা হলে তিনি বলেন :

مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا .

অর্থাৎ, আমাদের খেজুরে এ খেজুর কী রূপে এল?

এ খেজুর তো খুবই উত্তম। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দু'সা খেজুর এর একসার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন :

هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا.

অর্থাৎ, এ ফেরৎ দাও, তারপর আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং এই জাতীয় খেজুর আমাদের জন্য খরিদ কর।[১১৭]

বিদ্বানগণের নিকট সুদের এ প্রকারটি রিবা আল-ফাদ্বল হিসেবে পরিচিত। ফাদ্বল অর্থ অতিরিক্ত। যেহেতু অতিরিক্ত বিনিময়ে লেনদেনের মাধ্যম রিবা বা সুদ সংঘটিত হয় তাই এমন নামকরণ।

আর যদি ওজনে সমান স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা হয় এবং সেটা নগদে না হয়, তবে সেটাও হারাম হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এটাও রিবা। চাই ক্রেতা-বিক্রেতার যেকোন একজন অথবা দুজনের দ্বারা হস্তগত সম্পন্ন না হোক।[১১৮]

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার দুই আঙুল দিয়ে নিজ চোখ ও কানের দিকে ইশারা করে বলেন : আমার দু'চোখ দেখেছে ও দু'কান শুনেছে যে রাসূল ﷺ বলেছে :

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ إلا يدا بيد.

তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান না হলে বিক্রি করো না, সেটার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর রূপার বিনিময় রূপা সমান সমান না হলে বিক্রি করো না এবং সেটার এক অংশ অপর

---

* *উসতায, উসূলুল ফিকহ, জামিয়া ইসলামীয়া মাদীনা*
* *অধ্যয়নরত, শারীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা।*

[১১৫] *সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : পুতি ও স্বর্ণ লাগানো হার বিক্রি করা, হা : ১৫৯১*

[১১৬] *সহীহ মুসলিম। অধ্যায় : মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : পুতি ও স্বর্ণ লাগানো হার বিক্রি করা। হা : ১৫৯১*

[১১৭] *সহীহ মুসলিম : ৩/১২১৬]*

[১১৮] *সহীহ মুসলিম : (৩/১২০৯)*

অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর সেটার কোনোটিকেই নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।[১১৯]

মালিক বিন আউস থেকে বর্ণিত, তিনি একশ' দ্বীনারের বিনিময় সার্‌ফ-এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সারফ [স্বর্ণ-রৌপ্যের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়কে সারফ বলে] করতে রাজী হলেন এবং আমার হতে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্চীগাবা (নামকস্থান) হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

কারণ, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় (সুদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় সুদ হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় সুদ হবে।[১২০] এছাড়াও মুসলিমে [৩/১২০৯] এই শব্দে রয়েছে যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : 'আল্লাহর শপথ, হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান কর অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফেরৎ দাও। এতে আরো অতিরিক্ত এসেছে,

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে (বিক্রি) না হলে সুদ হবে।

[১১৯] *সহীহ মুসলিম। অধ্যায় : আল-মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : রিবা, হাদীস : ১৫৮৪] সহীহ বুখারীতে (ফাতহুল বারী : ৪/৩৭৭*

[১২০] *সহীহ বুখারী। অধ্যায় : ব্যবসা। পরিচ্ছেদ : যবের বিনিময়ে যব বিক্রি। হা : ২১৭৪*

২. এই ছয় শ্রেণির একজাতীয় পণ্যের দ্বারা অন্য জাতীয় পণ্য বিনিময় করা। এক্ষেত্রে সমান-সমান হওয়া শর্ত নয়। এটা আবার দু'প্রকার :

ক. দু'টি পণ্যের দ্বারা উপকার গ্রহণের ধরন ভিন্ন হওয়া। যেমন দিরহাম দ্বারা খেজুর বিক্রি। পূর্বে উল্লিখিত উবাদাহ বিন সামিতের হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বে দুটি পণ্য হস্তগত হওয়া শর্ত। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

যদি পণ্য এক জাতীয় না হয়, তোমরা যেরূপ ইচ্ছা বিনিময় করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।

কিন্তু সহীহ বুখারীতে[১২১] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক ইহুদী থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে বর্শা ও বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।[১২২]

আরো এসেছে, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদিনায় আগমনকালে মদিনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় করত।[১২৩] তিনি বলেন,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

যে কেউ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওযনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয় করে।[১২৪]

এই দুটি হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুটির একটি পণ্য যদি নগদে পরিশোধ করা হয় তবে সেক্ষেত্রে পুরো বিনিময় প্রক্রিয়া নগদে সম্পন্ন করা শর্ত নয়। প্রথম হাদীসে পণ্য আগে প্রদান করতঃ মূল্য পরে পরিশোধ করা

[১২১] *ফাতহুল বারী : ৫/১৪২*

[১২২] *সহীহ বুখারী অধ্যায় : বন্ধক। পরিচ্ছেদ : যদি কেউ বর্ম বন্ধক রাখে তবে তার বিধান।*

[১২৩] *হাদীস নং ২৫০৯], সহীহুল বুখারীতে (ফাতহুল বারী : ৪/৪২৮)*

[১২৪] *সহীহ বুখারী অধ্যায় : সালাম, পরিচ্ছেদ : নির্ধারিত ওজনে সালাম প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় করা। হা : ২২৪১*

হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় হাদীসে আগে মূল্য পরিশোধ করে পরে পণ্য হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইবনু কুদামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার মুগনী গ্রন্থে বলেন : প্রত্যেক দুই শ্রেণির যেসকল পণ্যে একটি ইল্লাত বা কারণে সুদ কার্যকর হয়; যেমন মাপের বিনিময়ে মাপ, ওজনের বিনিময়ে ওজন, খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য; যারা এগুলোকে ইল্লাত গণ্য করে তাদের নিকট এগুলো পণ্য বাকীতে পরস্পর বিনিময় করা হারাম। এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ আছে বলে আমাদের জানা নেই।[১২৫]

অতঃপর এ বিষয়ে সবিস্তর দলীল উল্লেখ করার পর ইবনু কুদামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : কিন্তু যদি দুটির একটি দিরহাম অথবা দিনারের ন্যায় নগদ মূল্য হয় এবং অপরটি বিক্রয়যোগ্য বস্তু হয় তবে সেক্ষেত্রে কোনো ইখতিলাফ ছাড়াই বাকীতে পরিশোধ বা হস্তান্তর করা জায়েয।[১২৬]

অতঃপর আলোচনার ধারাবাহিকতায় ইবনে কুদামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো কারণ উল্লেখ করেন যে, শরীয়ত সাল্ম প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে তার মূলধন দিনার অথবা দিরহাম হওয়াটা মূল। ইল্লাত-ভিন্ন সুদী পণ্য একটির বিনিময়ে আরেকটি বাকীতে বিক্রি করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তিনি ইজমা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিও আলোকপাত করেছেন।[১২৭]

অতএব, পণ্য হস্তান্তর বা মূল্য পরিশোধে বিলম্বে হলেও দিরহামের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা জায়েয প্রমাণিত হলো।

খ. দুটি পণ্যের দ্বারা উপকার গ্রহণের ধরন একই হওয়া। যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য (উভয়টি দিয়েই মূল্য পরিশোধ করা হয়), খাদ্যের ক্ষেত্রে খেজুর ও গম। এ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বেই পণ্য হস্তগত করা শর্ত। কেননা নাবী (ﷺ) বলেন :

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

যদি পণ্য এক জাতীয় না হয় তবে তোমরা যেরূপ ইচ্ছা করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।

এছাড়াও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ত্বলহা বিন উবাইদুল্লাহকে বলেছিলেন : তুমি পণ্য গ্রহণ করার পূর্বে কোথাও যাবে না। অতঃপর তিনি রাসূল (ﷺ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন :

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

রূপার বিনিময়ে সোনা (বিক্রি) সুদ, যদি না নগদ লেনদেন হয়।

এখন যদি কেউ রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করে এবং দুটি অথবা একটি হস্তগত না করেই বৈঠক ত্যাগ করে তবে সেটা সুদ হওয়ার কারণে হারাম ও বাতিল। এক্ষেত্রে তাকে পণ্য ফেরত দিতে হবে। কেননা উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তলহাকে বলেছিলেন : আল্লাহর শপথ, হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান কর অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফেরৎ দাও।

এই প্রকারের সুদের নাম 'রিবা আন-নাসীয়াহ'। নাসীয়াহ অর্থ বিলম্ব করা। কারণ এক্ষেত্রে নগদে বিনিময় না করার ফলে সুদ সংঘটিত হচ্ছে, যেটা অবশ্যই হারাম। ইবনে কুদামাহ তার মুগনী গ্রন্থে বলেছেন: এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ আছে বলে আমার জানা নেই।[১২৮] *... (চলবে ইনশা আল্লাহ)*

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৮৮৪০২৯৮৮
০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

[১২৫] *মুগনী [৪/৯]*
[১২৬] *মুগনী [৪/৯]*
[১২৭] *শারহু বুলুগুল মারাম, আল-মাগরিবী, নাইলুল আওতারে তিনি এটি ইবনে কুদামাহ সূত্রে বর্ণনা করেন : ৫/৫৫]*
[১২৮] *[৪/৯] মুগনী*

আয়েশা ﵂ সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন

মূল : হুসাইন বিন হাসান বাকের
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান ❄

(৪র্থ পর্ব)

দ্বিতীয় সন্দেহ : তালহা ও যুবায়ের ﵄ মা আয়েশাকে তার বাড়ি থেকে বের করে তাকে নিয়ে সফর করেছিলেন।

তিনভাবে উত্তর দেওয়া যায় :

(১) তারা দু'জনে তাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসেন নাই। বরং আয়েশা তাদের সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছেন।

(২) তালহা ও যুবায়ের ﵄ তাকে খুব সম্মান করতেন।

(৩) তিনি তার ভাগিনা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের সাথে সফর করেন। তিনি তাকে আরোহণ করিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের জন্য তার খালা আয়েশাকে স্পর্শ করা জায়েয। যখন তিনি সৈন্যবাহিনীর মাঝে ছিলেন তখন তার ভাই মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর হাত প্রসারিত করে পরপুরুষ থেকে রক্ষা করতেন।

তৃতীয় সন্দেহ : তিনি লড়াইয়ের জন্য বসরায় সফর করেছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কেউ লড়াইয়ের জন্য বের হননি। যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে এমনটি দাবি করবে সে মিথ্যা বলল। কা'কা' বিন আমর প্রশ্ন করেন, হে মা! আপনাকে এই শহরে কোন জিনিস নিয়ে আসলো? তখন আয়েশা ﵂ বলেন, হে বৎস! মানুষের মাঝে সমঝোতা করার জন্য।[১২৯]

তিনি আবু মুসা আশআরী ﵁-এর কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন : উম্মুল মুমিনীন আয়েশার পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস আল আশ'আরীর কাছে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতঃপর উসমানকে কে হত্যা করেছে সে ব্যাপারে আমি জানি না। তবে আমি মানুষের মাঝে সমঝোতা করার জন্য বের হয়েছি। সুতরাং আপনার কাছে যারা আছে আপনি তাদেরকে ঘরে অবস্থান করা ও সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা করার আদেশ দিন। যতক্ষণ না মুসলিমদের পছন্দনীয় বিষয় আসে ....।[১৩০]

চতুর্থ সন্দেহ : তিনি বসরায় যাওয়ার পথে হাওআব গোত্রের কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনেছেন তবুও ফিরে যাননি।

ইমাম আহমাদ ও ইবনে হিব্বান রহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেন যে, কায়েস বিন আবু হাযম বলেন, যখন আয়েশা ﵂ আগমন করলেন তখন রাতে বনী আমের গোত্রের কূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে সময় কুকুরের আওয়াজ শুনলেন। এটা কাদের কূপ? সঙ্গীরা উত্তর করল, হাওআব নামক কূপ। তখন তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি। সঙ্গীরা বললেন, আপনি তড়িঘড়ি করবেন না, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আপনি এগিয়ে যান, মুসলিমরা আপনাকে দেখতে পাবে। আপনার মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করবেন। তিনি আবারো বললেন, আমি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে হাওআবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে কী অবস্থা হবে!।[১৩১]

উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায় :

(১) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইবনে তাহের আল-মাকদিসী, ইবনুল জাউযী, ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

(২) বর্ণনায় স্পষ্ট রয়েছে যে, আয়েশা ﵂ দুইবার প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করেছিলেন।

পঞ্চম সন্দেহ : আয়েশা ﵂-এর সৈন্যবাহিনী বসরায় পৌঁছে বাইতুল মাল লুট করে নিয়েছিল। বাইতুল

❄ *উস্তায, দারুস সুন্নাহ সালাফিয়াহ মাদরাসা, কটারবাবাড়ী, ভারুয়াখালী, ঘোড়াধাপ, জামালপুর।*

[১২৯] *তারিখে তাবারী : ৩/২৯*

[১৩০] *আস-সিকাত লি ইবনি হিব্বান : ২/২৮২*

[১৩১] *মুসনাদে আহমাদ : ৬/৫২, ইবনে হিব্বান : ১৫/১২৬*

মালের নিয়োজিত উসমান বিন হুনায়েফ আল-আনসারী সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অপমান করে বের করে দেয়া হয়েছিল।

সন্দেহের প্রত্যুত্তর :

(১) উসমান বিন হুনাইফ ﵁'র সাথে যা ঘটেছিল তা আয়েশা ﵂ জানতেন না এবং তিনি এতে সন্তুষ্টও ছিলেন না। বরং তারা তাকে তার বাসভবন থেকে বের করে তালহা ও যুবায়ের ﵄'র কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তারা আয়েশা ﵂-কে সংবাদ দিলে তিনি তার পথ মুক্ত করে দিতে ও যেখানে ইচ্ছা যেতে দিতে আদেশ করেন।

(২) কোনো ব্যক্তি যখন সীমালঙ্ঘিত কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করবে, তখন তার দিকে সেই কাজকে সম্পৃক্ত করা সেই অপবাদের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একসময় খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁-কে বনী জাজিমা গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি তারা ভালোভাবে বলতে পারে নাই। তার স্থলে তারা বলেছে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছি। এ কারণে খালিদ ﵁ হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। এ সংবাদটি রাসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তার হাত উত্তোলন করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।[১৩২] অথচ কেউ বলে নাই যে, রাসূল ﷺ খালিদকে এটি আদেশ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আয়েশা ﵂-এর ব্যাপারটিও। তিনি সেটির আদেশ করেন নাই। বরং এর বিপরীত আদেশ করেছিলেন।

ষষ্ঠ সন্দেহ : আয়েশা ﵂ আলী ﵁ সম্পর্কে কোনো ভালো দিক উল্লেখ করেননি।

এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবার একটি বর্ণনা থেকে। যেখানে আয়েশা ﵂ তাকে বলেছিলেন, রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মায়মুনার ঘরে পীড়িত হয়েছিলেন। তখন তিনি অসুস্থের দিনগুলো আয়েশা ﵂-এর বাড়িতে কাটানোর জন্য সকল স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তারা সবাই অনুমতি দিলেন। আয়েশা ﵂ বলছেন, রাসূল ﷺ তার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। এ সময়ে তার এক হাত ফযল বিন আব্বাসের ওপর ছিল আর অন্য হাত অপর একজন ব্যক্তির হাতে ছিল। রাসূল ﷺ তার দু'পা মাটির ওপর হিচড়াতে হিচড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ﵄-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন অপর ব্যক্তি কে যার নাম আয়েশা ﵂ নেন নাই? তিনি আলী ﵁ ছিলেন। কিন্তু আয়েশা ﵂ আলী ﵁ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন নাই।[১৩৩]

এটার উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায় :

(১) ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো যে, আয়েশা ﵂ দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম অস্পষ্ট রেখেছেন। সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করেন নাই। কেননা কখনো ফযল ﵁'র ওপর ভর দিয়েছেন আবার কখনো আলী ﵁র ওপর ভর দিয়েছেন।

(২) তাদের দুজনের মাঝে মানুষের স্বভাবজাত এমন কিছু আচরণ ঘটেছে যা ক্ষমা করার উপযুক্ত নয়। যদিও হারাম কথা বা কাজ সংঘটিত হয়নি। কখনো মানুষের অন্তরে এমন কিছু মনে পড়ে যা তাকে কষ্ট দেয়। আর আলী ﵁ ইফকের ঘটনার সময় ইঙ্গিতে রাসূল থেকে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোনো মানুষ অপছন্দনীয় কিছু দেখাকেও পছন্দ করে না। অথবা অতীতের কিছু মনে পড়লে তাকে আড়াল করে রাখতে চায়। যা বিখ্যাত সাহাবী ওয়াহশী বিন হারবের ইসলাম পূর্বযুগে রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযা ﵁-কে হত্যা করার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ তার ইসলাম গ্রহণের পরে বলেছিলেন, তুমি কি হামযাকে হত্যা করেছ? তিনি উত্তরে বলেন, বিষয়টি আপনার কাছে আগেই পৌঁছেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আমার থেকে আড়াল হয়ে থাকতে পারবে?[১৩৪]

আমি বলি, নবী ﷺ যেহেতু হামযা ﵁'র নির্মম হত্যার কথা স্মরণ হওয়ার কারণে ওয়াহশী ﵁-কে দেখতে

[১৩২] *সহীহ বুখারী হা : ৪৩৩৯*

[১৩৩] *মুসনাদে আহমাদ হা : ২৫৯১৪*

[১৩৪] *সহীহ বুখারী হা : ৪০৭২*

অপছন্দ করেছেন, অনুরূপ অপবাদের ঘটনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'রও কম কষ্ট হয়নি। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে যখন অপবাদ দেওয়া হল তখন আমি নিজেকে পুরাতন কূপে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম।[১৩৫]

অপবাদের ঘটনায় ইতিবাচক প্রভাব ও উপকারিতা (প্রাচীন ও আধুনিক) :

অপবাদের প্রাচীন ঘটনা :

অপবাদ (الإفك) শব্দটি মিথ্যা বোঝায়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এটা মানুষকে হতভম্ব করে দেয়।

অপবাদের ঘটনা বলতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে অপবাদ দেয়া হয়েছিল তা বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নির্দোষিতা ঘোষণা করেছেন।

ঘটনার সারসংক্ষেপ এই, নবী (ﷺ)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি বাড়ি থেকে বের হতেন ও সফরে যেতেন তখন তার স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। মুরাইসি যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে রাসূল (ﷺ) তার স্ত্রীদের মাঝে লটারি করলেন, আর সেখানে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নাম উঠলো। যখন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন এক জায়গায় তারা বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলেন।

তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হাওদাজ থেকে বের হলেন। প্রয়োজন সেরে ফিরে আসার পথে তার বোন আসমা থেকে ধারকৃত হার হারিয়ে ফেলেন। যেখানে হারিয়েছিলেন সেখানে তালাশ করতে ফিরে যান। তখন নবী (ﷺ)-এর আদেশে হাওদাজ বহনকারী দল এসে উটের পিঠে চাপিয়ে দেয়। তারা মনে করেছেন ভিতরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রয়েছেন, তার অনুপস্থিতি তারা টের পাননি। কারণ তিনি কম বয়সী যুবতী ছিলেন, তার শরীরে মাংস কম (হালকা পাতলা) ছিল। তিনি হারটি পেয়ে সেই স্থানে ফিরে আসলেন যেখানে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে কাউকে না পেয়ে সে স্থানেই বসে পড়লেন। তিনি মনে করলেন অচিরেই তারা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে, না পেলে এখানেই খুঁজতে আসবে। অতঃপর তার দুচোখে প্রচণ্ড ঘুম অনুভূত হলে ঘুমিয়ে পড়েন। সাফওয়ান বিন মুআত্তালের "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ইনি তো রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী" শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। আর সাফওয়ান সৈন্য বাহিনীর শেষ ভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কাফেলা রওয়ানার পরে তিনি গিয়ে দেখতেন কেউ কোনো কিছু রেখে এসেছে কিনা। যখন সাফওয়ান আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে চিনতে পারলেন। কেননা তিনি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাকে দেখেছিলেন। তখন তিনি ইন্না লিল্লাহ পাঠ করলেন ও উটকে তার নিকটবর্তী করে বসিয়ে দিলেন। তিনি তার সাথে একটা বাক্যও বিনিময় করেননি। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার থেকে ইন্না লিল্লাহ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাননি। সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হেঁটে হেঁটে উট চালাতে শুরু করলেন। তারা যোহরের সময়ে কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। যখন মানুষেরা তা দেখতে পেল প্রত্যেকেই এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলো। তখন দুষ্কর্মা, আল্লাহর শত্রু ইবনে উবাই নিফাক, হিংসা ইত্যাদির কারণে নিঃশ্বাস ফেলার একটা সুযোগ লুফে নিল। কারণ সে অন্তরে অন্তরে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ঘৃণা করত। পথিমধ্যে সাহাবীদের মাঝে এই অপবাদ রটিয়ে দিল যে, সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সাথে ব্যভিচার করেছে। এ অবস্থায় যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন এটি আরও ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করল।

অপবাদের ঘটনার সময়কাল : ইতিহাসবেত্তাগণ অপবাদের তারিখের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন নাই। কেউ বলেছেন, চতুর্থ হিজরী সনে।

আবার কেউ বলেছেন, পঞ্চম হিজরী সনে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ষষ্ঠ হিজরী সনে। তবে পঞ্চম হিজরী হওয়াটাই অধিক নিকটবর্তী।

অপবাদের ঘটনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নাসেবীদের ষড়যন্ত্র: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ ঘটনায় যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে সে হলো, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।[১৩৬]

[১৩৫] *বায্যার : ১৮/২১২*

[১৩৬] *সহীহ বুখারী হা : ৪৭৪৯, সহীহ মুসলিম হা : ৭১৯৬*

এখানে এই ঘটনাটি নাসেবীদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য বিস্তারিত উল্লেখ করছি। কারণ কিছু মানুষ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যাপারে বলে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র অপবাদের ঘটনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনিই প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম শিহাব আয-যুহরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এ অপবাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। উমাইয়া শাসনামলের ষষ্ঠ খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মনে করতেন যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন ইমাম যুহরী তাকে অকুতোভয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সে হলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।

ইমাম জহুরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোনো এক রাত্রিতে আমি ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে ছিলাম, সে সময়ে তিনি গা এলিয়ে দিয়ে সূরা নূর পাঠ করছিলেন। পরিশেষে তিনি আয়াত পাঠ করলেন,

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকাজের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহা শাস্তি।[১৩৭]

যখন " وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ -তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে" অংশে পৌঁছলেন তখন বিছানা থেকে উঠে বসে বললেন, হে আবু বকর (ইমাম যুহরীর উপনাম)! এখানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলতে আলী বিন আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নয় কি? ইমাম যুহরী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি না বলি তাহলে আমি সমস্যায় পড়তে পারি। আর যদি হ্যাঁ বলি তাহলে মহাঅপবাদ রচনা হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, সত্য বললে আল্লাহ আমাকে কল্যাণের উপরেই রাখবেন। তখন আমি খলীফার উত্তরে বললাম, না। তখন খলীফা কর্তিত ডাল দ্বারা খাটে আঘাত করে বললেন, তাহলে কে? তাহলে কে? কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আমি উত্তরে বললাম, সে আব্দুল্লাহ বিন উবাই।[১৩৮]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, অকল্যাণকামী নাসেবী সম্প্রদায় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যাপারে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কথাকে ইলম ছাড়াই অপব্যাখ্যা করে বনী উমাইয়াদের মাঝে মিথ্যা ছড়াচ্ছিল। তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে উমাইয়ারা সন্দেহ করতো, তখন ইমাম যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) খলীফা ওয়ালিদের কাছে বর্ণনা করলেন বাস্তবতা এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।..... (চলবে ইনশা আল্লাহ)

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রাহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:
ফাতাওয়া বিভাগ
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।

ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

[১৩৭] *সূরা আন-নূর আয়াত :* ১১

[১৩৮] *ফাতহুল বারী:* ৭/৪৩৭, *হিলয়াতুল আউলিয়া:* ৩/৩৬৯

কেউ রাখে না খবর !!!!

সিয়াম হোসেন*

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সমাজে সাধারণত পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু মহল সকলে মিলে থাকতেই পছন্দ করি। কিন্তু চলার পথে আমরা একে একে কিছু প্রিয় মানুষদেরও হারাতে থাকি। এই হারানোটা মনুষ্য সম্পর্কের বিচ্ছেদ নয়, এটা দুনিয়ার সাথে আমাদের চিরদিনের বিচ্ছেদ। এই অপ্রিয় বিচ্ছেদের মধ্যে আপনাকে আমাকেও একদিন অংশ নিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ﴾

প্রত্যেকটা প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[১৩৯]

কুরআনের এই আয়াত কমবেশি আমরা সকলেই জানি, মাঝে মাঝে হয়তোবা মুখেও উচ্চারণ করি। কিন্তু জানা ও মুখে বলা সত্ত্বেও এর বিশেষ কোনো প্রভাব আমাদের মধ্যে এখনো পড়েনি। শুধু জানা ও বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। মসজিদের মাইকে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে অমুক আর দুনিয়াতে নেই। বড় আফসোসের বিষয় হলো আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর খবর শুনছি তবুও আমাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। আমরা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা, রঙ তামাশা নিয়েই ব্যস্ত। কীভাবে দুনিয়াতে আমিত্ব ভাব বজায় রাখা যায়, কীভাবে বড় বড় গাড়ি, বাড়ি, মিল ফ্যাক্টরি করা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় চিন্তার মধ্যে এগুলোই যেন স্থান করে নিয়েছে। এগুলোর পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা আমাদের শেষ গন্তব্যটাকেই ভুলতে বসেছি।

যার জন্য এতো দৌড়ঝাঁপ, এতো টেনশন, যার জন্য দিনরাত এক করে দিয়ে কাজ করা এর সিকি পরিমাণও আমাদের সাথে যাবে না। অথচ যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।'[১৪০]

বিষয়টা অবশ্য আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু ঐযে দুনিয়াতে আমিত্ব ভাব সৃষ্টি করা, উচ্চ বিলাসবহুল জীবন পার করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে আমাদের রবের কাছ থেকে এতোই দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে যে দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২টা ঘণ্টা সময়ও আমরা বের করতে পারি না আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

'আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।'[১৪১]

কিন্তু আমরা মনে হয় এ কথায় বিশ্বাসী নয়। আমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সবকিছু পেতে চাই বিধায় একদিকে যেমন আমাদের রিযিক নিয়ে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে তার পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে টেনশন ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

" لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "

তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে। [১৪২]

যাই হোক এবার মূল পয়েন্টে ফিরে আসি।

---

* *যুগ্ম পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক, টাংগাইল জেলা শাখা, শুব্বানে আহলে হাদীস ও অনার্স অধ্যয়নরত, ম্যানেজম্যান্ট ডিপার্টমেন্ট-২য় বর্ষ, সরকারি সাদত কলেজ, করটিয়া, টাংগাইল।*

[১৩৯] *সূরা আল-আম্বিয়ার ৩৫ নং আয়াতের কিছু অংশ*

[১৪০] *সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ৫৬*

[১৪১] *সূরা আ-যারিয়াত : আয়াত ৫৭-৫৮*

[১৪২] *সহীহ্ , ইবনু মাজাহ হা : ৪১৬৪, জামে আত-তিরমিযী হা : ২৩৪৪*

একটু কল্পনা করুন, আপনার বিলাসবহুল বাড়ি, তিনটা চারটা গাড়ি, কয়েকটা কারখানা, ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আপনার একেবারেই নেই ।

এই মুহূর্তে যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে আপনার সম্পদ কি আপনার জন্য সুপারিশ করবে? আপনার হাতে থাকা দামি ঘড়ি, ব্যবহৃত স্মার্ট ফোন, দামি দামি জামা এগুলা কি আপনার সাথে আপনার কবরে যাবে? কখনোই না! যাদের জন্যই আপনার এতো দৌড়ঝাঁপ, দিনরাত পরিশ্রম, তারাই এগুলো আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিবে, আর বাজার থেকে কয়েকশত টাকার সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে একটু গোলাপ জল ছিটিয়ে কবরে রেখে আসবে। কেউ খবর নিবে না কেমন কাটছে আপনার কবরে। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে ছিল একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাও।

বর্ণনাকারী জারীর আরো উল্লেখ করেন, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, হে অমুক! তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী এবং তোমার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে? হান্নাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থ 'যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন'।[১৪৩]

এরপর বর্ণনাকারী জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অতঃপর আকাশ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং, তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুতরাং, তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে। তিনি আরো বলেন, ঐ দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়।

অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং, তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোষাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়।

বর্ণনাকারী জারীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ী থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সকল সৃষ্টি

[১৪৩] *সূরা ইবরাহীম আয়াত : ২৭*

জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে মিশে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রুহ ফেরত দেয়া হয়।[১৪৪]

তাহলে কী লাভ হলো এতো কিছু করে? আমি আল্লাহর ইবাদত করা বাদ দিয়ে দুনিয়াতে শুধু নিজের টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়েই পড়ে রইলাম এবার যাওয়ার সময় যে এগুলো কিছুই সাথে নিতে পারলাম না, সাথে নিতে পারলাম না রবের সামনে দাঁড়ানোর জন্য সিকি পরিমাণ আমল। এ নিয়ে শাহাদাৎ হোসেন খান ফয়াসাল (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আমিহীন দুনিয়া বইতে উল্লেখ করেছেন,

'এই সুন্দর পৃথিবী, এই সুন্দর মানুষগুলো ছেড়ে যে কোনো সময় চলে যেতে পারি মাহান রবের কাছে। ভয়ও লাগছে, আশাও আছে। মরীচিকা পৃথিবী মিছে সব মায়া। কেউ কাউকে মনে রাখে না। মনে রাখে ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রয়োজন। কবরে রেখে আসার পর সবাই ধীরে ধীরে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নিজেকে কবরে কল্পনা করে আমিহীন বাইরের দুনিয়াটা কল্পনা করি। দেখি সবই ঠিকঠাক চলছে। আমার জন্য কিছুই থেমে নেই। অফিসের আমার চেয়ারটাও খালি নেই। খালি নেই বাসার বিছানাটা। খালি নেই যাদের মনে যতটুকু ছিলাম সেই জায়গাগুলো। সব দখল হয়ে গেছে। আমার রেখে যাওয়া সম্পদ সবাই ভাগ করে ভোগ করছে। আমিহীন দুনিয়া বেশ ভালোই আছে। কিন্তু কেউ জানে না আমি কেমন আছি....."

আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট। মাহান আল্লাহ তা'আলা ভাইয়ের সকল গুনাহ ক্ষমা করুক। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুক। (আমিন)

আমাদের মধ্যে থেকে একের পর এক কতো প্রিয় মানুষ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমাদের কতোই না মহব্বত ছিলো, কতোই না প্রাণাধিক প্রিয় ছিলো সেই মানুষগুলো তাদের মৃত্যুর পর আমাদের যতটুকু খারাপ লাগা কাজ করে কবরে রেখে আসার পর কিছুদিন থাকলেও ধীরে ধীরে সেই অনুভূতিটুকুও হারিয়ে যায়, ভুলে যায় আমরা তার সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্ত ও সময়। শুধু তাই নয়, আমরা নতুন কবরে কয়েকদিন যেভাবে যাওয়া-আসা করি তার কিছুদিন পর সেটাও হারিয়ে যায়। মাসের পর মাস চলে যায় কিন্তু সেখানে যাওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায় না। কয়েক বছর যাওয়ার পর সেই কবরটাও হারিয়ে যায়, সেখানে স্থান পায় আরেকজনের নতুন কবর। এভাবেই বিলীন হয়ে যাবে আমাদের সকলের ঠিকানা, নাম, পরিচয়। থাকবে না কারো অস্তিত্ব। কেউ মনেও রাখবে না আর কেউ সাথেও যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَةً وَإِلَينا تُرجَعونَ﴾

প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।[১৪৫]

তাহলে আমরা কি আল্লাহর কাছে ফেরার জন্য প্রস্তুত?

যদি প্রস্তুত না থাকি তাহলে আসুন হাতে যতটুকু সময় আছে মৃত্যুর বার্তা আসার আগেই সেই সময়টুকুকে কাজে লাগাই। কেননা হাদিসে এসেছে,

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুক্তদাস হানী থেকে বর্ণিত :

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে প্রশ্ন করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করা হলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে এত বেশি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আখিরাতের মানযিলসমূহের (প্রাসাদ) মধ্যে কবর হলো প্রথম মানযিল। এখান হতে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে এখান হতে মুক্তি না পেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলগুলো আরো বেশি কঠিন হবে। তিনি (উসমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন : আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।[১৪৬]

তাই মৃত্যুর জন্য আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত।

মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন, আমাদেরকে ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। সকল কবরবাসীর শাস্তি ক্ষমা করুন। [আমীন] ❑❑

[১৪৪] *সুনানে আবু দাউদ হা : ৪৭৫*

[১৪৫] *সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত : ৩৫*

[১৪৬] *ইবনু মাজাহ হা : ৪২৬৭ (হাসান), জামে' আত-তিরমিযী হা : ২৩০৮*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস

প্রশ্ন (১) *এক ব্যক্তি আমার কাছে দুআ চেয়ে বলল, তিনি এবার হজ্জ করবেন; তবে তার হজ্জ তার পীর সাহেব করে দিবেন। নিজ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একজনের হজ্জ আরেকজন করে দিতে পারবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*

রায়হান হাওলাদার, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর সামর্থ্যবানের পক্ষ থেকে অন্য কারো বদলী হজ্জ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন-

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের (বাইতুল্লাহর) হাজ্জে গমন করা সেসব মানুষের জন্য অবধারিত যারা সেখানে গমনের সামর্থ্য রাখে।[১]

আয়াতে কারীমা থেকে সুস্পষ্ট হজ্জে গমনের সামর্থ্যবানকে অবশ্যই বাইতুল্লাহ গমন করে তার হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় তার হজ্জ হবে না। ইমাম ইবনুল মুনযির বলেন : আহলে ইলমগণ ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, যার ওপর হজ্জ ফরয সে হজ্জে গমনের সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও অন্য কেউ তার হজ্জ করলে সেই হজ্জ হবে না।[২]

তাই ব্যক্তির পীর যা বলেছে তা ভুল, বরং সেই সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে নিজে গিয়ে হজ্জ করে আসতে হবে। অন্যথায় তার হজ্জ হবে না।

প্রশ্ন (২) *আমরা জানি আমাদের চারপাশে অনেকেই বেশ সম্পদের মালিক। তাদের বেশির ভাগই হজ্জ করার বিষয়টিকে বেশি বয়সের জন্য অপেক্ষায় রেখে দিচ্ছে, হজ্জ ফরয হলে বিভিন্ন অজুহাতে বা বয়সাধিক্যের জন্য বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কি?*

আনিসুর রহমান তালুকদার, মুন্সিগঞ্জ

উত্তর শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য হজ্জে গমন ফরয, এই ফরয কাজ বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ নেই। যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে হজ্জের ফরয কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'বিশুদ্ধ হলো, দ্রুত হজ্জ সম্পাদন করা ওয়াজিব। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য 'বায়তুল্লাহর' হজ্জ সম্পাদন বিলম্বিত করা জায়িয নয়।[৩]

সুতরাং হজ্জে গমনের শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিলম্ব না করে দ্রুত হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩) *আল্লাহ তা'আলা আমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন বলে আমি হজ্জ করেছি এবং দ্বিতীয়বার উমরা করেছি। উমরার সময় আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়েছি। আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে, আমার স্ত্রীকে হজ্জ করানোর বিষয়ে আমি দায়িত্বশীল কি না যদি আমার সামর্থ্য থাকে?*

আ: খালেক মুন্সি, শার্শা, যশোর

উত্তর বিবাহের সময় স্ত্রীকে হজ্জ করানোর কোনো শর্তারোপ না থাকলে আপনার স্ত্রীর হজ্জের জন্য আপনার ওপর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে স্ত্রীকে হজ্জ করানোর মত সামর্থ্য থাকলে তাকে হজ্জ করানো আপনার বড় বদান্যতা ও পুন্যময় কাজ হবে। এর ফলে আপনি স্ত্রীর হজ্জের পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আন্তরিকতা স্থাপিত হবে। মহান আল্লাহ উত্তম তাওফীকদাতা।[৪]

প্রশ্ন (৪) *আমি একজন বিধবা নারী। আমার ছোট বোন এবং তার স্বামী হজ্জে যাবেন। আমি কি আমার বোনের সাথে হজ্জে যেতে পারব?*

বায়জিদ কাজী, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

উত্তর আপনি আপনার বোনের সাথে হজ্জে যেতে পারবেন না। আপনার বোনের স্বামী আপনার জন্য মাহরাম পুরুষ নন, সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (ﷺ)-কে আমি খুতবায় বলতে শুনেছি :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

কোনো নারীর সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা সত্ত্বেও কোনো পুরুষ তার সাথে একাকিত্বে যেতে পারবে না। কোনো নারী

[১] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭*
[২] *আল মুগনী ৩য় খণ্ড-১৮৫ পৃ*
[৩] *মাজমু আল-ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল-১৩/২১*
[৪] *ফাতাওয়া উলামায়ি বালাদিল হারাম-০২/৯৫১*

মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারবে না। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার স্ত্রী হজ্জে বের হয়েছে আর আমার নাম অমুক অমুক যুদ্ধে লেখা হয়েছে। তখন নাবী ﷺ বললেন : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» তুমি যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।[৫]

নাবী ﷺ জানতে চাননি উক্ত সাহাবীর স্ত্রীর সাথে অন্য আপন মহিলারা আছেন কি না? বরং বিনা শর্তে সাহাবীকে স্ত্রীর সাথে মাহরাম হিসাবে হজ্জে চলে যেতে আদেশ করলেন।

বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসটি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, কোনো নারীকে হজ্জে যেতে হলে তার সাথে মাহরাম পুরুষ সাথী আবশ্যক।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় নিজ বোনের সাথে হজ্জে গমন আপনার জন্য বৈধ নয়। আর আপনার বোনের স্বামী আপনার জন্য মাহরাম পুরুষ নন। বিধায় আপনি হজ্জে যেতে চাইলে আপনার আপন মাহরাম পুরুষ সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

☞ প্রশ্ন (৫) ***আমাদের কাছাকাছি থানা শহরে আমার একটি প্রেস রয়েছে, আর আমাদের শহরকেন্দ্রিক অনেক হিন্দু বাস করে। তাছাড়া বেশকিছু মাজার রয়েছে, আমার প্রেস থেকে হিন্দুরা তাদের পূজা পার্বণ উপলক্ষে এবং মাজারের লোকেরা ওরস উপলক্ষে পোস্টার, দাওয়াত কার্ড, ব্যানার ইত্যাদি ছাপিয়ে নিয়ে যায়। আমার ব্যবসার স্বার্থে আমি সেগুলো ছাপিয়ে দেই, আমার জানার বিষয় হলো এতে কোনো পাপ আছে কি?*** *আ: গফুর, মতলব, চাঁদপুর*

উত্তর মূর্তি পূজার শির্ক হওয়া বিষয়ে যেমন কোনো সন্দেহ নেই তদ্রুপ মাজার পূজা ও সমাধি শির্কে ভরপুর। আপনার কাছ থেকে ছাপিয়ে নেয়া প্রচার পত্রের মাধ্যমে বস্তুত শির্কী কর্মের প্রকাশ ও প্রসার ঘটানো হয়। এসব শির্কী কাজে কোনোরূপ সংস্রব ও সহযোগিতা করা কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। আপনি যদিও ব্যবসায়িক স্বার্থে ছাপার কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছেন, তবুও একাজ আপনার জন্য অবৈধ ও হারাম হবে, মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরশাদ করছেন :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা পুন্য ও তাকওয়ামূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।[৬]

যদিও আপনার ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে তথাপি নাযায়িয কাজে আপনার সহযোগিতা কোনোভাবেই বৈধ হবে না। আর উল্লেখিত নাযায়িয কাজটি বড় শির্কের সাথে জড়িত বিধায় আপনি একজন মুসলিম হিসেবে এ ধরনের শির্কী কাজের ছাপা ও প্রচার কাজ হতে অবশ্যই আপনাকে বিরত থাকতে হবে। অধিকন্তু বলব, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাকওয়া অবলম্বন করুন যদ্দরুন মহান আল্লাহ আপনাকে রিযক দানে বাধিত করবেন। আল্লাহ তা'আরা ইরশাদ করেন :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا () وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেন এবং ধারণাতিত জায়গা থেকে তাকে রিযক দান করেন।[৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

আল্লাহর ওপর যে ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।[৮]

সুতরাং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপনার জন্য করণীয় হলো হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও তথাকথিত মুসলিমদের মাজার পূজার যাবতীয় প্রচারণামূলক কাজ থেকে দূরে থাকবেন। এসব ছাপার কাজ করা আপনার জন্য শির্কী কাজে সহযোগিতা হবে এবং হারাম হবে।

☞ প্রশ্ন (৬) ***আমি দু'বার হজ্জে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তাওয়াফের সময় অনেককে দেখছি কা'বা ঘরের গিলাফ ধরছে এবং গায়ে লাগাচ্ছে। এ আমলটির কোনো দলীল আছে কী?***

ঈসা মোল্লা, পেকুয়া, কক্সবাজার

উত্তর আপনি যে দৃশ্য দেখে এসেছেন যে, অনেকেই কা'বা ঘরের গিলাফ ধরছে বা গায়ে লাগাচ্ছে; ইসলামী শরীয়াতে এর কোনো ভিত্তি নেই। নাবী ﷺ-এর আমল থেকে কা'বা ঘরের শুধু হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ করা এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার প্রমাণ রয়েছে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করেছিলেন কা'বার সর্বত্রই ধরা ও স্পর্শ করার বৈধতা রয়েছে, তিনি বলেছেন : ليس شيئ من البيت مهجورا বাইতুল্লাহর কোনো অংশই বাদ দেয়ার নয়। তখন একথার জবাবে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

[৫] *সহীহ বুখারী হা : ৬২, সহীহহ মুসলিম হা : ১৩৪১*
[৬] *সূরা আলা-মায়িদা আয়াত : ২*
[৭] *সূরা আত-তালাক আয়াত : ২-৩*
[৮] *সূরা আত-তালাক আয়াত : ৩*

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ.

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, আর নাবী ﷺ ইয়ামানী দুই রুকন তথা হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করেননি।[৯]

তাতে মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা মেনে নিলেন।

সুতরাং বুঝা গেল, কা'বার গিলাফ ধরা বা স্পর্শ করা ও শরীরে লাগানো শরীয়াত বহির্ভূত আমল।

প্রশ্ন (৭) ***সাত শরীকে একটি গরুতে কুরবানী দিলে প্রত্যেক শরীকের পরিবারের লোকেরা কুরবানীর সাওয়াব পাবে, নাকি শুধু কুরবানীদাতা একাই সাওয়াব পাবেন?***

কামরুল হাসান, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ

উত্তর সাত শরীক যারা কুরবানী দেন সে সকল শরীকগণ কুরবানীতে পরিবারগুলোর প্রতিনিধি। তারা অভিভাবকত্ব করেন এবং অর্থের যোগান দেন। তারা সেই কুরবানী পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে করে থাকেন এবং তারা চান তাদের পরিবারের সবাই যেন এর সাওয়াব লাভ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা ও মুজতাহিদ শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ একটি গরু কুরবানীর সাতভাগের এক ভাগে ব্যক্তি এবং তার পরিবার সকলেই এর সাওয়াব পাবে এবং তাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে মর্মে বলেন :

أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد-

ব্যক্তি এবং তার পরিবার সকলের পক্ষ থেকেই তা যথেষ্ট হবে; কারণ ব্যক্তি এবং তার পরিবার (এ ক্ষেত্রে) এক ব্যক্তির মতই।[১০]

সুতরাং স্পষ্টভাবেই বলা যায়, গরু কুরবানীতে সাত ভাগের এক ভাগ হলেও সেই একভাগ ব্যক্তি এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানীর আবশ্যকতা ও সাওয়াব প্রাপ্তির দিক থেকে যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ।

[৯] *মুসনাদ আহমাদ - ১/২১৭, সহীহ বুখারী হা : ১৬০৭*
[১০] *মাজমু ফাতাওয়া-১৮ খণ্ড, ৪৪ পৃ.*

প্রশ্ন (৮) ***বিশেষ কোনো স্থানে বা মাজলিসে বেশ কিছু লোক থাকে। সে সময় কেউ প্রবেশ করলে তিনি সালাম দিয়ে কি সকলের সাথে মুসাফাহা করবেন?***

গোলাম রব্বানী, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।

উত্তর কোনো মজলিসে প্রবেশকারী ব্যক্তি সকলের সাথে মুসাফাহা করবেন-সুন্নাতে নববীতে এমন আমলের ভিত্তি পাওয়া যায় না। যিনি প্রবেশ করবেন তিনি সকলকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন এটা শরীয়া নির্দেশিত আমল। নাবী ﷺ ইরশাদ করেন :

«إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ.

তোমাদের কেউ কোনো মাজলিসে আসলে সে যেন সালাম দেয় ; আর মাজলিস থেকে উঠে যেতে চাইলে তখনও যেন সালাম দেয়।[১১]

কোনো প্রবেশকারী সালাম দিয়ে লোকদের মধ্যে প্রবেশ করার পর তিনি সুযোগ মতো স্থান গ্রহণ করবেন, এটাই নিয়ম। সবার সাথে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করতে হবে এমনটি সুন্নাহতে খুঁজে পাওয়া যায় না। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

«كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي»

আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতাম, তখন আমাদের যে কেউ সেখানে জায়গা পেতেন বসে যেতেন।[১২]

আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেয়ে অন্য কেউ তাদের (সাহাবাগণের) নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন না, রাসূল ﷺ-এর কাছে অপছন্দনীয় ছিল জানায় সাহাবাগণ তাকে দেখে দাঁড়াতেন না।[১৩]

বর্ণিত হাদীস দু'টো থেকে প্রমাণিত হয়, নাবী ﷺ বা সাহাবাগণ কোনো মজলিসে মুসাফাহা করেছেন সবার সাথে এমনটি নয়। বিধায় এক্ষেত্রে সালাম দেয়াই যথেষ্ট।

[১১] *আবু দাউদ হা : ৭৭৯৩*
[১২] *আবূ দাউদ হা : ৪৮২৫, তিরমিযী হা : ২৭২৫*
[১৩] *মুসনাদ আহমাদ হা : ৩/১৩২, তিরমিযী হা : ২৭৫৪*

সুতরাং বলা যায়, কোনো প্রবেশকারী মজলিসে প্রবেশ করলে সবার সাথে একে একে মুসাফাহা করবে, সুন্নাহর মধ্যে এর কোনো ভিত্তি নেই।[১৪]

☞ প্রশ্ন (৯) ***বিভিন্ন কাজে মহিলারা সৌদী আরব, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে গমন করছে। এটা কতটা বৈধ।***

খাইরুল ইসলাম রেজা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোনো নারী একাকি ভিন্ন দেশে বা দূরে কোথাও গমন করতে পারবে না। সৌদী, মালয়েশিয়া বা অন্য যে কোনো দেশেই হোক কাজ করার যুক্তিতে বিনা মাহরামে গমন করা হারাম হবে। বস্তুত এর কারণেই অনেক দুষ্টকর্ম ঘটছে এবং নারীদেরকে দুঃখজনক পরিণতি পোহাতে হচ্ছে। ভিন্ন দেশে বা দূরান্তের ভ্রমণ কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় মর্মে বিশুদ্ধ হাদীস হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করতে পারবে না।[১৫]

☞ প্রশ্ন (১০) ***শরীয়তে অসিয়্যতের গুরুত্ব কতটুকু। কোনো ব্যক্তি কোনরূপ অসিয়্যত না করে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ থেকে মৃতের পক্ষ থেকে অসিয়্যতস্বরূপ কোনো সম্পদ বের করতে পারবো কি ? আসাদুল ইসলাম, বগুড়া***

উত্তর ইসলামে অসিয়্যতের গুরুত্ব রয়েছে। সৎ উপায়ে এবং সম্পদের কিয়দাংশ (এক তৃতীয়াংশের উর্দ্ধে নয়) অসিয়্যত করা খুবই মূল্যবান বিষয়। নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলিম ব্যক্তির জন্য করণীয় হলো, যে অসিয়্যত করার ইচ্ছা রাখে সে যেন দুই রাতও নিজের কাছে অসিয়্যত লিখা ছাড়া অবিতাহিত না করে।[১৬]

কেউ অসিয়্যত না করে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ ১/৩ এক তৃতীয়াংশ অসিয়্যত হিসাবে বের করা আবশ্যক নয়। তবে ওয়ারিসগণ চাইলে তা করতে পারেন। তাতে তা সাদাকাহ হবে।

☞ প্রশ্ন (১১) ***আমাদের একটি গরু রয়েছে যা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু গরুটির দুটি শিং-ই অল্প ভাঙ্গা, এমতাবস্থায় এটি দিয়ে কুরবানী বৈধ হবে কী?***

উত্তর আপনি যে বর্ণনা দিলেন তাতে বুঝা যায়, কুরবানীর পশুটির অন্যান্য বিষয় যথার্থ থাকলে আপনাদের এই গরু কুরবানী বৈধ হবে ইনশাআল্লাহ। কুরবানীর পশুর নিম্নোক্ত চারটি দোষের কারনে তা দিয়ে কুরবানী করা বৈধ হয় না।

বারা বিন আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন :

" أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ - فَقَالَ -: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى "

চার প্রকার পশু দিয়ে কুরবানী করা বৈধ নয় : (১) দৃষ্টিহীন যার দৃষ্টিশক্তি হীনতা স্পষ্ট, (২) রোগগ্রস্থ যার রোগগ্রস্থতা স্পষ্ট, (৩) খোঁড়া যেটির খুড়িয়ে চলা স্পষ্ট ও (৪) হাড্ডি সার দুর্বল যেটির শরীরে মাংস নেই।[১৭]

হাদীস থেকে নিষিদ্ধ পর্যায়ের কুরবানীর পশুর দোষসমূহ বিবেচনায় স্পষ্ট যে, আপনার পালিত গরুটি দিয়ে কুরবানী দিতে পারবেন।

☞ প্রশ্ন (১২) ***আমার বাবা অনেক ভালো মানুষ ছিলেন, তাকে মনে রাখার জন্য এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তার ছবি ঝুলিয়ে রাখতে পারবো কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন। ইউসুফ কাজী, লোহাগড়া, নড়াইল***

উত্তর আপনার পিতা ভালো মানুষ ছিলেন এটি আপনাদের জন্য অনেক প্রশান্তির বিষয়। তার স্মৃতিকে মনে রাখার জন্য আপনারা তার ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে চাইলে এটি হবে হারাম এবং কাবীরা গুনাহ। বস্তুত এহেন কাজ চরম সীমালঙ্ঘন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি ছিলো ভাল লোকদের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি নূহ عليه السلام-এর সম্প্রদায়ের পূজা দেবতাগুরোর ব্যাপারে বলেন :

إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم

সেগুলো ছিল নেককার লোকদের নাম : তাদের ছবিগুলো ঝুলিয়ে রাখতো যাতে তাদের ইবাদতের স্মরণ আসতো,

[১৪] *ফাতাওয়া উলামায়ি বালাদিল হারাম (শাইখ ইবনু উসাইমিন)- ১৬১৬ পৃ.*
[১৫] *সহীহ বুখারী হা : ৩০০৬*
[১৬] *সহীহ বুখারী হা : ২৭৩৮*
[১৭] *আবু দাউদ হা : ২৮০২ হাসান সহীহ*

অতঃপর দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হলে তারা তাদের ইবাদত করতে শুরু করতো।[১৮]

সুতরাং আপনার উচিত আপনার পিতার সুন্দর আদর্শগুলো ধারণ করা, তার জন্য দু'আ করা এবং সম্ভব মত তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া করা। তাকে অত্যধিক ভালোবেসে তার ছবিকরে ঝুলিয়ে দেয়া কোনোক্রমেই ভালো কাজ নয়। বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অনেক নিকৃষ্টতম কাজ ও বড় গুণাহের কাজ।

☞ প্রশ্ন (১৩) ***আমি দীন সম্পর্কে খুব সামান্য জানি। তথাপিও হক মত চলার চেষ্টা করি। অন্যকে কিছু উপদেশ ও দিতে চাই, কিন্তু আবার ভয় করি আমার কি অন্যকে বলা ঠিক হচ্ছে? কারণ আমি নিজেই তেমন জানিনা।***

উত্তর আপনি যতটুকু সঠিক বলে জানেন ততটুকু সুন্দরভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব। নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

যে ব্যক্তি কাউকে ভাল কাজের পথ দেখায় সে ভাল কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য সাওয়াব লাভ করে।[১৯]

আপনি বেশি না জানলেও এতটুকু অন্তত জানেন জামাআতে সালাতের অনেক সাওয়াব আছে, যাকাত আদায়ের অশেষ গুরুত্ব আছে। আপনি জানেন, মানুষের গীবত করা চোগলখুরী করা অন্যায়, পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যচারিতা বড় অপরাধ, আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট করা জঘন্য খারাপ কাজ এবং অশ্লীল কাজগুলো খুবই গর্হিত। এ ধরণের ভাল মন্দের প্রসিদ্ধ বিষয়গুলো নির্দ্বিধায় সুন্দর প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিয়ে যাবেন। আদৌ পিছপা হবেন না। এজন্য আপনাকে অনেক বড় জ্ঞানী হতে হবে এমন নয়। তবে ভাল আলিমগণের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভ করার চেষ্টা করবেন এবং নিজে অধিকতর ইলম হাসিলের চেষ্টা করবেন, মহান আল্লাহ উত্তম তাওফীক দাতা।

☞ প্রশ্ন (১৪) ***আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছর থেকে কোনো আলেম বা তাদের দল সফর ছাড়া শরীকী কুরবানী বৈধ নয় বলে ফাতাওয়া দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দে রয়েছি। অনুগ্রহ করে আমাদের দ্বিধা কাটিয়ে সঠিক জবাব দেবেন।*** ***সাইদুল ইসলাম ফুলতলা, খুলনা।***

উত্তর কুরবানীতে গরুতে সাত ভাগ এবং উটে সাত বা দশ ভাগ বৈধ হওয়া অনেক বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এই আমলটিকে সফর অবস্থার সাথে তুলনা করা কোনোক্রমেই সঠিক নয়। মুসাফির মুকিম যে কেউ কুরবানীতে শরীয়ার বিধি মোতাবেক শরীকী কুরবানী করতে পারবে, সফর অবস্থায় গরুতে সাত এবং উঠে সাত বা দশ শরীকে মিলে কুরবানী করার হাদীস বিদ্যমান থাকলেও এই শরীকানার কুরবানী সফরে উল্লেখ ছাড়াও হাদীসে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত পাওয়া যায়-

عن عبد الله بن مسعود قال قال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالْجَزُور عَن سَبْعَة فِي الْأَضَاحِي.

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুরবানীতে গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে।[২০]

নাবী ﷺ-এর জবানিতে সফরের কোনো উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি শর্তহীনভাবে সাতজনের শরীকীতে কুরবানীর বৈধতা স্পষ্ট। অনুরূপভাবে সাহাবাগণ ব্যাপকভাবে শরীকানা কুরবানী করেছেন।[২১]

السنة أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ.

সউদী আরবের সর্বোচ্চ ফাতাওয়া বোর্ড বলেছে :

عن الواحد وعن اهل بييته.

সুন্নাত হলো উট এবং গরু প্রতিটিতে সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে এবং তাদের প্রত্যেকের সাতের এক ভাগ কুরবানী দাতা ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।[২২]

সুতরাং উল্লেখিত হাদীসমূহ এবং অন্যান্য আরো অনেক হাদীস থেকে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত, সাত শরীকে গরু বা উট কুরবানী বৈধ রয়েছে।

---

[১৮] *সহীহ বুখারী হা : ৪৯২০*
[১৯] *সহীহ মুসলিম হা : ১৮৯৩*
[২০] *সহীহ জামি আস সাগীর হা : ২৮৯০, আলবানী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন।*
[২১] *দ্রষ্টব্য : মুছান্নফ ইবনু আবি শাইক, আল মুছান্না- ৭/৩৮২*
[২২] *আল-লাজনাহ আদ দায়িমাহ, ফাতাওয়া নং ৮৭৯০*